রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৪৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০২৩ খ্রি.

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)
The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.iebbd.org IEBangladesh

# ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রকাশনা
৪৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০২৩ খ্রি.

## প্রকৌশলীরাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মুখ্য কারিগর

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা

**আইইবি'র ইতিহাস এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এপর্যন্ত নেতৃত্বদানকারী সদস্যদের সম্পর্কে লেখা আহ্বান।**

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) বাংলাদেশের প্রাচীনতম জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান। উন্নত জগৎ গঠন করুন এই প্রত্যয় নিয়ে ১৯৪৮ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। আইইবি'র ধারাবাহিক ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এপর্যন্ত নেতৃত্বদানকারী আইইবি নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও পরিবারের সদস্যদের তথ্যাবলীর সমন্বয়ে একটি আর্কাইভ প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ের উপর সকলের কাছ থেকে তথ্য ও লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য বিষয়ের উপর যেকোন তথ্য, ছবি এবং লেখা ইমেইলে : iebnews48@gmail.com পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

**প্রকৌলশী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু**
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

## সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

- চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- ধারাবাহিক ঃ স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- মুক্তমঞ্চ ঃ প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- গ্রীণ টেকনোলজি ঃ গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- উদ্ভাবন ঃ নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- সাক্ষাৎকার ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- অতিথি কলাম ঃ অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- বিশেষ কার্যক্রম ঃ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

# Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB)

**IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.**
Tel: 880-2-223354144
E-mail: info@esc-bd.org, escb@esc-bd.org; web: www.esc-bd.org (for more detail)

| Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects | | |
|---|---|---|
| **Sl No.** | **Course Title** | **Hours/Batch** |
| 1 | Training Course on Subsoil Investigation | 15 |
| 2 | Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC) | 15 |
| 3 | Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016 | 21 |
| 4 | Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines | 15 |
| 5 | Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries | 12 |
| 6 | Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together | 36 |
| 7 | Training Course on Fire Fighting System (FFS), Fire Detection System (FDS) & Fire Safety Assessment (FSA) | 12 |
| 8 | Training Course on Fire Safety in Building | 9 |
| 9 | Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems | 24 |
| 10 | Industrial Instrumentation and Control Engineering | 24 |
| 11 | Training Course on IoT & Embedded System | 30 |
| 12 | Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM) | 18 |
| 13 | Pile Foundation : Design and Construction | 15 |
| 14 | Training Course on Programming of PLC for Industrial Automation, Maintenance and Troubleshooting of PLC System | 50 |
| 15 | Training Course on Plumbing Technology | 12 |
| 16 | Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (Latest Version) | 24 |
| 17 | Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC) | 24 |
| 18 | Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software | 30 |
| 19 | Training Course onCaptive Power Generation | 15 |
| 20 | Training Course on Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures) | 12 |
| 21 | Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation | 9 |
| 22 | FIDIC Training on Construction and Design-build (WB, ADB & JICA editions) and EPCT Contract | 12 |

| Training on Computer and IT Related Subjects | | |
|---|---|---|
| **Sl No.** | **Course Title** | **Hours/Batch** |
| 1 | Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I) | 60 |
| 2 | Networking & Windows 2008 Server (Module-II) | 60 |
| 3 | Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III) | 80 |
| 4 | Computer Fundamentals (Evening) | 48 |
| 5 | Tekly Software for Civil Engineers | 40 |
| 6 | AutoCAD (2D) & (3D) | 40+24 |
| 7 | 3D Studio MAX + Photoshop | 70 |
| 8 | RDBMS Programming with Oracle (Friday) | 70 |
| 9 | Photoshop+Illustrator | 36 |
| 10 | REVID Architecture | 63 |
| 11 | Computer Ethical Haking | 40 |
| 12 | Forensic Investgation of Computer Hacking | 50 |
| 13 | Geographic Information System (GIS) | 48 |
| 14 | Website Design and Development (Module-A) | 60 |

# সম্পাদকীয়

"Innovative Engineering in the 4th Industrial Revolution" এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো প্রকৌশলীদের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা ৬০তম কনভেনশন। এবারের কনভেনশন বহুমাত্রিক আয়োজনে সমৃদ্ধ ছিলো। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা। ১৩ মে ২০২৩ খ্রি. সকালে ৬০তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'প্রকৌশলীরাই দেশের উন্নয়নের মূল শক্তি। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রকৌশলীদের কাছে এটাই আমার একমাত্র চাওয়া। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

তিনি আরো বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট উৎপাদন ব্যবস্থা, স্মার্ট চিকিৎসা সেবা সব ক্ষেত্রে মানুষ হবে স্মার্ট সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। দক্ষ জনগোষ্ঠী আমরা গড়ে তুলতে চাই। কোন জায়গা থেকে আমরা পিছিয়ে থাকবো না। সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, এটাই আমাদের চাওয়া।'

প্রকৌশলীরাই যেহেতু জাতীয় উন্নয়নের মূল প্রাণ স্পন্দন, এবারের কনভেনশনের জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তু সেই আলোকেই নির্ধারণ করা হয়েছে "Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry"। কনভেনশন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিলো স্মৃতি বক্তৃতা, কারিগরি সেশন, জাতীয় সেমিনার। জাতীয় ইস্যুভিত্তিক উন্নয়নের প্রধান অনুসঙ্গগুলো আলোচনায় উঠে আসে।

৭ মে ২০২৩ বর্ণাঢ্যভাবে পালিত হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৭৫তম (প্লাটিনাম) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তথা ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। এ সংখ্যায় আইইবি'র ৬০তম কনভেনশন ও ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের খবরাখবর ছাড়াও রয়েছে আইইবি'র বিভিন্ন কেন্দ্র-উপকেন্দ্রের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন।

প্রিয় পাঠক,
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন।

পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

## সম্পাদনা পরিষদ

**সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি**
প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার

**সম্পাদক**
প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু

**সম্পাদকমণ্ডলী**
প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী
প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসান
প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন
প্রকৌশলী কামরুজ্জামান (রিংকু)
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মহশিউল ইসলাম (আদনান)

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একাডেমিক ও প্রকাশনা)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

গ্রাফিক্স
প্রদীপ দেবনাথ

**নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ**
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

**সম্পাদকীয় কার্যালয়**
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৬৭৮৬০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

# এই সংখ্যায়

প্রকৌশলীরাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মুখ্য কারিগর

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা

উন্নত আধুনিক দেশ গড়ার কাজে প্রকৌশলীরাই প্রধান ভূমিকা রাখছে

৬০তম কনভেনশনে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা

চাকুরীতে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং বেসরকারি প্রকৌশলীদের চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে

৬০তম কনভেনশনে আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.

বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন স্বাধীনতা, আপনি দিয়েছেন উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ

প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র আইইবি ও আহ্বায়ক, ৬০তম কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, পদ্মাসেতু এসব এখন স্বপ্ন নয় বাস্তব

প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি ও সদস্য সচিব, ৬০তম কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

আইইবি ৬০তম কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশন

# প্রকৌশলীরাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মুখ্য কারিগর

## ৬০তম কনভেনশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** এমপি

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬০তম কনভেনশনে গণপ্রাজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার, স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, যত ব্যস্তই থাকিনা কেন প্রকৌশলীদের কনভেনশনে প্রতিবছর উপস্থিত থাকি শুধুমাত্র করোনাকালীন এ ব্যত্যয় হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব সময়ই দেশের উন্নয়নে কাজ করে। প্রকৌশলীরাই এই উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেন। এবারের কনভেনশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "Innovative Engineering in the 4th Industrial Revolution" এবং জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে "Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry" এটি অত্যন্ত সময় উপযোগি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনটা উৎসর্গ করেছেন, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, বাংলাদেশকে উন্নত করা। এদেশের মানুষ সুন্দর একটি জীবন পাবেন এটাই ছিলো তাঁর স্বপ্ন। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় থেকে শুরু করে স্বাধীকার এবং স্বাধীনতা অর্জন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় তাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত

মা-বোনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার ১০ বছরের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো। আমাদের দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং উন্নয়নে যাঁরাই অবদান রেখেছেন

তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলো, আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানিরা মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরে এসে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব নিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর দেখলেন, পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের সড়ক, ব্রিজ, অফিস সব কিছু ভেঙ্গে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেছে। এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশের সড়ক, ব্রিজ, অফিসসহ সকল কিছু পুনর্গঠন করেছেন এবং একটি সংবিধান উপহার দিয়ে ছিলেন। বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিক ভাবে এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্প উন্নত দেশের স্বীকৃতি লাভ করে দিয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসকল উন্নয়নে সে সময়ের প্রকৌশলীগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

একটি দেশকে উন্নত করতে হলে নিজেকে স্বপ্ন দেখতে হবে, মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে হবে মানুষের মনের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ তৈরি করতে হবে এবং একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অবস্থা, দ্রারিদ্রের হার, বিদ্যুৎ, সড়ক, শিক্ষার হার ইত্যাদির যে অবনতি সাধিত হয়েছিল সেটি যেন আর ফিরে না আসে।

আওয়ামী লীগ প্রথম যখন সরকার গঠন করলো তখন বাংলাদেশের উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ করা হয়। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো তখন ২৬ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য মজুত, ৪৩০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ এবং ৪৫ ভাগ স্বাক্ষরতার হার রেখে এসেছিলাম। ২০০৯ সালে আবার যখন আমরা নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসি তখন ৩০ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য ঘাটতি, ৪৩০০ মেগা ওয়াট এর মধ্যে ৩০০০ মেঘা ওয়াট বিদ্যুৎ নেমে এসেছে এবং স্বাক্ষরতার হার ৪৪ ভাগে নেমে এসেছিলো। এই পিছিয়ে পড়া দেশকে ২০০৯ সাল থেকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে আওয়ামী লীগ।

দেশ গড়ার কারিগর হলো প্রকৌশলীরা আর এই প্রকৌশলীদের একটি ইনস্টিটিউশন তৈরি করতে জায়গা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে আইইবি সদর দফতরের জন্য রমনায় ১০ বিঘা জমি, ভবন নির্মাণ করার জন্য ২৮ কোটি টাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ-এর জন্য ১৯৯৭ সালে ৭২ বিঘা জমি এবং বাস্তবায়নের জন্য ৪৬ কোটি টাকা এবং খুলনা, পূর্বাচল, রাঙ্গাদিয়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী ও কক্সবাজার জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে। ২০১৪ সালে ৭টি প্রকৌশল সংস্থা প্রধানকে গ্রেড-১ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। কোন প্রকল্প দেশের মানুষের জন্য কতটা দরকার তা বিবেচনা করে সরকার প্রকল্প গ্রহণ করে, আমরা যে প্রকল্প নেই, আগে চিন্তা করি দেশের মানুষ কতটুকু উপকার পাবে আর সেই প্রকল্প শেষ হলে রিটার্ন কী আসবে। কত দ্রুত আসবে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাপন সহজ ও সুন্দর করার জন্য ৩৩ হাজার কোটি টাকা দিয়ে মেট্রোরেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ সালে মেট্রোরেল উদ্বোধন করা হয়। প্রথম ফেজ বর্তমান চালু আছে বাকী ফেজগুলো চালু করা হবে। মেট্রোরেল বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত নির্মাণের কথা ছিলো সেটি কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের উন্নয়ন আজ শুধু রাজধানী কেন্দ্রীক নয়, গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা কমে গেছে। আজ গ্রামের মানুষ সকল সুযোগ সুবিধা গ্রামে বসেই পাচ্ছেন। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে। কম্পিউটারের উপর সুল্ক মওকুফ করার মাধ্যমে কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আজ আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছেন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপনের কাজ চলছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য স্মার্ট জনশক্তি তৈরি করতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন স্থানে ডিজিটাল ল্যাবরেটরি তৈরি করা হচ্ছে যাতে সবাই আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে জনগণ হবে স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট উৎপাদন ব্যবস্থা, স্মার্ট চিকিৎসা সেবা সব ক্ষেত্রে মানুষ হবে স্মার্ট সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। ন্যানো টেকনোলজি ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার আইন পাশ করা হয়েছে। কোন জায়গায় আমরা পিছিয়ে থাকবো না।

বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা মাথায় রেখে সারাদেশে শতাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। নির্বিচারে যেখানে সেখানে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দেওয়া হবে না। আমরা শিল্পায়নের জন্য বিশেষ অঞ্চল সৃষ্টি করেছি- যেখানে সব ধরনের সেবা পাওয়া যাবে। খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে আমাদেরকে আবাদি জমিকে রক্ষা করতে হবে। তিনি দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৮.১ ভাগে উন্নিত করতে সক্ষম হয়ে ছিলাম।

করোনা মহামারী এসে আমাদের এই উন্নয়নে বাধা সৃষ্ঠি করলো। করোনা মহামারীতে আমাদের লক্ষ্য ছিলো, মানুষকে বাঁচানো। বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিয়েছি, মানুষকে সহযোগিতা করেছি, বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছি। এই প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়ার ফলে ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৪১ জন মানুষ উপকার ভোগী এবং ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৪ শত ৬৭টি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ শিল্প কলকারখান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উপকার ভোগী হয়েছেন। করোনা মহামারী আমরা যেভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি বিশ্বের অনেক দেশ সেটা দেখে বিস্মৃত হয়। কোভিড-১৯ থেকে অর্থনৈতিক উত্তরণের দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধের পর শুরু হলো স্যাংশন এর পর স্যাংশন যার কারণে মুদ্রাস্ফীতি, পরিবহন ব্যয়, বিদ্যুৎ ব্যয়, বিদ্যুৎ প্রাপ্তিতে সময় ক্ষেপণ ইত্যাদি সমস্যা বৃদ্ধি পেলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমিহীনদের ঘর করে দেয়া শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশে একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না আওয়ামী লীগ সরকার এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষকে দুই কাঠা করে জমি এবং ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে। শুধু ভূমিহীন নয় হিজড়া, বেদে, ভাসমান জনগোষ্ঠী সকলকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্রের হার ২০০৬ ছিলো ৪১ ভাগ আমরা তা ১৮.৭ ভাগে উন্নিত করতে সক্ষম হয়েছি। হত দরিদ্র যেটা ২৫ ভাগের উপরে ছিলো সেটা এখন ৫.৬ ভাগে উন্নিত করতে সক্ষম হয়েছি।

আমাদের দেশে দক্ষ জনশক্তি এবং বেকারত্ব কমানোর জন্য যুব সমাজকে কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে কেউ বেকার না থাকে। নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নারীরা যাতে উদ্যোক্তা হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রয়োজন দক্ষ কারিগরি জনশক্তি যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহুমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য অনেক ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হচ্ছে। প্রথম মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আওয়ামী লীগ সরকার করে। এই সরকারের আমলেই লেদার ইনস্টিটিউটকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে অধিভুক্ত করা হয়েছে, টেক্সটাইল, ডিজিটাল ও এয়ার এভিয়েশন ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হয়েছে যাতে আমরা সকল বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারি।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে, হাওর অঞ্চলে ৭০ ভাগ আর গ্রাম অঞ্চলে ৫০ ভাগ ভর্তুকি দিচ্ছি। গ্রাম অঞ্চলে জমিতে চাষ করার জন্য লেবার দিয়ে করতে হচ্ছে যার ফলে সকল জমিতে চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে হবে যাতে সকল কৃষক সেই সুবিধা নিতে পারে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থার ফলে যেমন উৎপাদন বাড়বে তেমন উৎপাদন ব্যয় কমবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে জনগণ হবে স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট উৎপাদন ব্যবস্থা, স্মার্ট চিকিৎসা সেবা সব ক্ষেতে মানুষ হবে স্মার্ট সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। দক্ষ জনগোষ্ঠী আমরা গড়ে তুলতে চাই। সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের চাওয়া।

এখন বিশ্বের অনেক দেশ পদ্মা সেতুর মতো সেতু নির্মাণে বাংলাদেশের সহযোগিতা চায় জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করে আমাদের সক্ষমতা শুধু দেখাইনি, আমাদের যারা সেখানে কাজ করেছেন, প্রকৌশলী থেকে শুরু করে সবারই নিজস্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন বিশ্বের অনেক দেশ আমাদের কাছে আসছে, ব্রাজিল তাদের আমাজনে ব্রিজ বানাতে চায়। আমরা বলেছি, আমাদের লোকজন রেডি আছে, যখনই দরকার আমরা সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। একটা কথা মনে রাখতে হবে, পদ্মাসেতু নিয়ে যখন কথা উঠল এবং টাকা বন্ধ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সংস্থাগুলো টাকা বন্ধ করল দুর্নীতির অভিযোগে। চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম যে, প্রমাণ করতে হবে। এর আগে বহুবার বহু ক্ষেত্রে ওই বিএনপি-এরশাদের আমলে অনেক জায়গা থেকে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের কিন্তু চ্যালেঞ্জ দেওয়ার মতো মনের শক্তি ছিল না। কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। আপনাদের প্রমাণ করতে হবে কোথায় দুর্নীতি? তারা পারেনি। কানাডার ফেডারেল কোর্ট বলে দিয়েছে সমস্ত অভিযোগ ভুয়া, মিথ্যা।

কোনো দেশ বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়ে কোনো প্রকল্প দিলে আমরা সেটা গ্রহণ করি না। আমার দেশের জন্য যে প্রকল্প প্রয়োজন সেটাই গ্রহণ করবো। সামরিক শাসকের সময় প্রকল্পের নামে টাকা লুট হতো জানিয়ে তিনি বলেন, সামরিক শাসকদের সময় কি ছিল, অনেক টাকা দিয়ে প্রকল্প নিয়ে, ওই টাকা পরের কাছে তুলে দেওয়া এবং তাদের কাছে কমিশন খাওয়া। আমার দেশের টাকা আমি তুলে দেবো আরেকজনের হাতে? আর তার কাছ থেকে আবার কমিশন খাবো? ঘুষ নেবো? এই ধরনের মানসিকতা কেন থাকবে। এটা তো আত্মহননের শামিল। বরং একটা টাকা বাঁচাতে পারি কিনা, সেই চেষ্টাটাই করতে হবে।

কোনো দেশ স্যাংশন (নিষেধাজ্ঞা) দিলে তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ কিছু কিনবে না। এখন আবার ওই স্যাংশন দেওয়ার একটা প্রবণতা, যাদের দিয়ে সন্ত্রাস দমন করি, তাদের উপর স্যাংশন। তিনি বলেন, যে দেশ স্যাংশন দেবে তাদের কাছ থেকে কিছু কিনব না। আমার কী করবে, বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে হারিয়েছি। আমার তো আর হারাবার কিছু নেই। আমি আমার দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বর্তমান সরকার কখনোই অপ্রয়োজনীয় মেগা প্রকল্প গ্রহণ করে না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আশা করি চলমান এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। আগামীতে উন্নয়নের এই ধারাটা যেন চলমান রাখতে পারি সেজন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে তিনি বলেন, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন করবো যাতে কেউ আর ভোগান্তির শিকার না হয় এবং এতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম একটি সম্মানজনক ও উন্নত জীবন পাবে। আশা করি, প্রকৌশলীগণ বিষয়টি মনে রেখে কাজ করবেন।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬০তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

# উন্নত আধুনিক দেশ গড়ার কাজে প্রকৌশলীরাই প্রধান ভূমিকা রাখছে

## ৬০তম কনভেনশনে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট **প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা**

দেশের প্রাচীনতম জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগতম। গ্রীষ্মের এ উজ্জ্বল সকালে আপনাদের উপস্থিতি এ অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বলতর করেছে।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতিতে। আজকের অনুষ্ঠানে আপনার এ উপস্থিতি প্রকৌশলীদের আরও উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আইইবি'র আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করে প্রকৌশলী সমাজের প্রতি আপনি যে গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন সে জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, এই ৬০তম কনভেনশন মুজিব শতবর্ষ স্মরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নামে উৎসর্গ হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের নীতি-নির্ধারক হিসেবে এ অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি প্রকৌশলী সমাজের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আপনাদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে গত চার বছরেরও অধিক বিরতির পর আজকের এই মহা-মিলন মেলায়

আপনাদের প্রাণোচ্ছল উপস্থিতি আমাদের বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছে। যাঁদের জন্য এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, যাঁদেরকে নিয়ে গৌরবময় পথচলা, দেশের সেই মহান কারিগরদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। দেশ-মুক্তি, দেশ-রক্ষা, দেশ-গড়া, কোথায় নেই আপনাদের অবদান!

তিনি বলেন, এটা এখন স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই একের পর এক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও এ দেশের অর্থনীতি সম্ভাবনাময় পথ-পরিক্রমা অব্যাহত রাখতে পারছে। এর সূচনা হয়েছিল ২০০৮-'০৯ সালে যখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও ভিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় - যাকে প্যারাডাইম শিফট্ বলা যেতে পারে। গতানুগতিক উন্নয়ন ভাবনা এবং পরনির্ভর প্রবৃদ্ধি-কেন্দ্রিক নীতি-কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যতোটা সম্ভব কল্যাণমুখি ও অন্তর্ভূক্তিমূলক করে 'দিন বদলের সনদ' শিরোনামে কাঙ্খিত পরিবর্তনের যে রূপরেখা আপনি দিয়েছিলেন, সে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পথ-নকশার সুফল এখন বাস্তবে প্রতিভাত হচ্ছে।

এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরতে পরতে রয়েছে প্রকৌশলীদের বলিষ্ঠ হাত।

একথা অনস্বীকার্য যে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, বাজারজাতকরণ ও তার ব্যবহার দেশের নগরায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সাথে সকল সময় পরিবর্তনশীল। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের একটি অনন্য দিক হলো এর ভারসাম্য রক্ষার অবিশ্বাস্য সক্ষমতা, যা দিয়ে যে কোন পর্যায়ে, যে কোন মাত্রায় যে কোন শিল্পক্ষেত্রে কার্যকারিতা, দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব। এই সক্ষমতার কারণে শিল্পবিপ্লব নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করছে যা ইতোমধ্যেই আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে; সনাতনী খরপোষের কৃষি ধীরে ধীরে পুঁজিনির্ভর আধুনিক বহুমুখি কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

বিগত কোভিড-১৯-এর মত বৈশ্বিক সঙ্কট অথবা অনাগত ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কট বা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ, তা মোকাবিলায় এমন পরিকল্পনা প্রয়োজন যা আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে নিজেদেরকে সক্ষম রাখে। অতীত অভিজ্ঞতা আমাদেরকে সে শিক্ষাই দিয়েছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজ এগিয়ে নেয়ার এখনই সময়।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,**

শতকরা ১.৩২% হারে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার এ দেশে বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। কাজেই গ্রামে সুফল পৌঁছে দিতে না পারলে একদিকে যেমন উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে পড়ে, তেমনি তাদের শহরমুখি অভিবাসন প্রবণতা ঠেকানো কঠিন হয়ে উঠে। এটাই কঠোর বাস্তবতা যে, বেশীরভাগ অভিবাসনকারী বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎসের সন্ধানে নিজের গ্রাম থেকে শহরে আসেন।

দেশে তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যে বিস্তৃতি লাভ করেছে, যোগাযোগ অবকাঠামো যে সুস্থিতি পেয়েছে, বিদ্যুতায়নের যে প্রসার ঘটেছে তা সুসংহত করার পাশাপাশি তার ব্যাপ্তি আরও বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে গ্রামাঞ্চলেও নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে এবং অ-কৃষি খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে দেশের জনসংখ্যাগত সুবিধার সুযোগ এবং ফোর-আই প্রযুক্তির প্রয়োগ যাতে গ্রামাঞ্চলেই আয়ের আরও উৎস গড়ে উঠে। ব্যক্তিকে কেবল উন্নয়নের নিষ্ক্রিয় উপকারভোগী হিসেবে না দেখে সক্রিয় চালক ও প্রভাবক হিসেবে দেখতে হবে। জাতীয় বাজেটের পাশাপাশি প্রতিটি জেলার জন্য জেলাভিত্তিক একটি বাজেটও বৎসরান্তে প্রদান করা যেতে পারে। এ বাজেটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলায় জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্প গৃহীত হতে পারে যেখানে জনসংখ্যাগত সুবিধার সম্ভাবনা এবং ফোর-আই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,**

এ দেশের মানুষ বেঁচে থাকার জন্য, বাসস্থান ও খাবার সংগ্রহের জন্য জমির উপর নির্ভর করে। তাই অন্য সকল পণ্যের সাথে

জমির তুলনা চলে না। ঘনবসতিপূর্ণ ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ পণ্য ও সেবা প্রদানের টেকসই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সুসংহত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত পরিকল্পনা।

ভূমির মান অক্ষুন্ন রেখে, ফসলের বিন্যাসকে অগ্রাধিকার দিয়ে, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে, বৈজ্ঞানিক উপযোগীতা বিবেচনায়, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকরী ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ল্যান্ড জোনিং-এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দেশ ব্যাপী ১০০টি ইকোনোমিক জোন তৈরির মাধ্যমে বৃহৎ শিল্প-কারখানাগুলোর জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। একটি কৃষি-নির্ভর দেশ হওয়ায় অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির ক্ষতিসাধণ করার কোন সুযোগ নেই। তাই কেবল নগর কেন্দ্রিক নয়, গ্রাম, গ্রোথ-সেন্টার ও পৌর এলাকাভিত্তিক ভূ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,**

শিল্পায়ন, নগরায়ন, জনসংখ্যা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের বিবেচনায় আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অবাধ তথ্য বাতায়ন, সহজলভ্য কম্পিউটার এবং সর্বত্র যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য উন্নয়নের নতুন প্রায়োগিক ক্ষেত্র তৈরি করেছে। নানামাত্রিক এসব রূপান্তরের সমন্বয়ই এ সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এবার আমাদের কনভেনশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Innovative Engineering in the 4th Industrial Revolution" এবং কনভেনশনের মূল আকর্ষণ জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে: "Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry"।

আপনার বলিষ্ঠ ও সৃজনশীল নেতৃত্ব বর্তমানে জলবায়ু সহিষ্ণু, দক্ষ জনশক্তি নির্ভর, অন্তর্ভূক্তিমূলক গতিময় এক স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে নিবেদিত। এর ভিত্তি তৈরি করেছে সরকারের ধারাবাহিকতা এবং স্বপ্ন-সঞ্চারী নেতৃত্ব। এই প্রত্যাশার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে আমরা ২০৪১-এর আগেই পৌঁছে যেতে চাই এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মাইলফলকে। আর এই স্বপ্নযাত্রায় দক্ষ ও নিবেদিত নেতৃত্বের পরম্পরার কোন বিকল্প নেই। ❑

## আইইবি স্বর্ণ পদক-২০২২

**অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আইনুন নিশাত, এফ-১৫২৬**

প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। পরবর্তীতে তিনি স্কটল্যান্ড থেকে হাইড্রলিক্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি চাকুরীজীবনের শুরু থেকেই শিক্ষকতার সাথে জড়িত। প্রফেসর নিশাত ২০১০ থেকে ২০১৪ সময়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. নিশাত পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ব্যবস্থাপনা ও জলাভূমি সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। তিনি পদ্মা এবং যমুনা সেতুর প্যানেল অব এক্সপার্ট এর সদস্য হিসেবে নদী শাসন ও সেচ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি তত্বাবধান করেন।

# চাকুরীতে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং বেসরকারি প্রকৌশলীদের চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে

## ৬০তম কনভেনশনে আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক **প্রকৌশলী মো.শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.**

ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও রমনার সবুজ-শ্যামল প্রাঙ্গণ ঘিরে অবস্থিত গ্রীষ্মের এই সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ৬০তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতি-সত্তার রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিহত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও শিশু রাসেলসহ সকল শহীদদের, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী আমার বাবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দুর রহমান সহ ৩০ লক্ষ বীর শহীদ এবং সম্ভ্রম হারানো ২ লক্ষ মা-বোনকে। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শহীদ মিনার থেকে স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে যে সকল বীর সেনানী আত্মত্যাগ করেছেন এবং পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন ও ভূমিকা রেখেছেন, সে সকল সংগ্রামী বীরদের প্রতি।

আমি আরও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আইইবি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মরহুম প্রকৌশলী এম. এ. জব্বার সহ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিগত ৭৫ বছর যাবত যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, হে দেশরত্ন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে শত ব্যস্ততার মাঝেও আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। সেজন্য আপনাকে আইইবি'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং সকল প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

"Respected Delegates from the fraternal institutions around the world, your gracious presence has honoured and inspired us. We are humbled by your delightful presence. On behalf of the Institutions of Engineers, Bangladesh, I would like to express our heartfelt gratitude and thank all of you for being present here today.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর আপনার দূরদর্শী চিন্তা-ভাবনা ও সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণেই সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ বিনামূল্যে ভ্যাকসিন নিতে সক্ষম হয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কোভিড-১৯ কালীন আইইবি'র উদ্যোগে "আইইবি-ম্যাক্স অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার" গঠন করে বাংলাদেশের জেলা, উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে প্রায় ৫ হাজার মেডিকেল অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। আইইবি'র উদ্যোগে টেলিমেডিসিন সেবা ও সুবিধা

বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচি পালন করেছে।

মাননীয় প্রধান অতিথি, আপনি ২০০৯ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১" প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মন্ত্রী, স্পিকার, উপাচার্য, বিচারপতি, মেজর জেনারেল, প্রধান প্রকৌশলী, সচিব, ডিসি ও ইউএনওসহ রাষ্ট্রের নানা স্তরে নারীদের নিয়োগ করেছেন আপনি। বেগম রোকেয়া যেমন ছিলেন নারী জাগরণ ও শিক্ষার অগ্রদূত তেমনি নারীদের সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে আপনিই হলেন বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের অগ্রদূত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি হলেন নব পর্যায়ের বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মাতা। হিমাদ্রী শিখর সফলতার মূর্ত-স্মারক, উন্নয়নের কাণ্ডারি। উন্নত সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার ও স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। আপনার ঘোষিত ভিশন-২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রকৌশলীরাও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করবে।

**মাননীয় প্রধান অতিথি,**

আপনার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় নেতৃত্বে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে আপনি সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টানেল এবং জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীণ পরিবার'কে পুনর্বাসন করে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,"শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এ স্লোগান বাস্তবায়নে বিদ্যুত বিভাগের প্রকৌশলীরা কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশ আজ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে লেখা একটি চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো-বাইডেন বলেছেন- "বাংলাদেশ তার সীমান্ত খুলে দিয়ে এবং ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী'কে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের জন্য সহানুভূতি ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন" তাইতো আপনি 'মাদার অব হিউম্যানিটি'। সাম্প্রতিক সময়ে আপনার জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথ'কে সুগম করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রকৌশলীগণ দেশের উন্নয়নের চালিকা শক্তি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রকৌশল উইং গঠন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও সমন্বয় করার ব্যবস্থা করা হলে "ভিশন-২০৪১" ও "ডেল্টা প্ল্যান-২১০০" বাস্তবায়ন সুগম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ৭০ শতাংশের অধিক প্রকৌশলী বেসরকারি খাতে নিয়োজিত। বেসরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের খুবই অসম্মানজনক বেতন এবং বিনা নোটিশে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বেসরকারি প্রকৌশলীগণ মাঠ পর্যায়ে নিরলসভাবে তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখছে। বেসরকারি প্রকৌশলীদের চাকুরী বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়'কে নির্দেশ প্রদান করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিগত দিনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এদেশের প্রকৌশলী সমাজ আপনার পাশে ছিলো। বর্তমানেও আমরা আপনার পাশে রয়েছি। আপনার হাতেই নিরাপদ বাংলাদেশ। আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দেশি-বিদেশী নানা চক্র ষড়যন্ত্রের পাখা মেলেছে। আমরা প্রকৌশলী সমাজ ঐ কুচক্রীদের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় আপনার পাশে থাকবো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ❑

# বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন স্বাধীনতা, আপনি দিয়েছেন উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ

**প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন**, চেয়ারম্যান,
ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি ওআহ্বায়ক, ৬০তম কনভেনশন প্রস্তুতি

প্রকৌশলীদের প্রাণপ্রিয় এই ইনস্টিটিউশনের ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগতম। এই কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে আপনারা একে গুরুত্ববহ ও গৌরবান্বিত করেছেন।

স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি-সত্তার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে শাহাদাৎ বরণকারী শহিদদের। আরো শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শহিদ জাতীয় চার নেতাকে এবং শহিদ বুদ্ধিজীবীদেরকে। আমি আরও স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ, বীরঙ্গনা ও শহিদ প্রকৌশলীদেরকে।

আমি শ্রদ্ধা জানাই আইইবি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিগত ৭৫ বছর যাবত যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
ঢাকা মহানগরের সবচেয়ে সবুজায়িত অপরূপ সৌন্দর্যের অপার

আঙ্গিনা রমনায় আমাদের কনভেনশনের প্রধান অতিথি হিসেবে আপনি উপস্থিত থাকায় প্রকৌশলী সমাজ ধন্য। আপনার শুভাগমন এ অনুষ্ঠানকে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য দান করেছে, মহিমান্বিত করেছে, গৌরবান্বিত করেছে। আমরা আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় জননেত্রী,
ইতোমধ্যে আপনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অর্জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। 4IR অর্জন মাথায় রেখে এবারের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Innovative Engineering in the 4th Industrial Revolution.

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়ায় পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মূলত প্রযুক্তির বিপ্লব, যা পৃথিবীর মানুষকে এক লাফেই ১০০ বছর সামনে নিয়ে যাবে। বলা হচ্ছে, এ পরিবর্তন সব মানুষের জীবনমান উন্নত করবে, আয় বাড়াবে সব শ্রেণীর মানুষের। প্রযুক্তির উৎকর্ষ কাজে লাগিয়ে পরিবর্ধিত হবে শিল্প ও অর্থনীতির সব ক্ষেত্র। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পৃথিবীকে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বগ্রামে পরিণত করবে।

প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,
আমি আপনাদেরকে আইইবি'র এই মহা সম্মেলন থেকে নব উদ্যমে দেশমাতৃকার সেবা করার আহ্বান জানাচ্ছি। উন্নত জগৎ গঠনের অভিপ্রায় নিয়ে আমাদের ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা। আসুন, এই শতকের অপার সম্ভাবনার স্রোতে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা শামিল হই। সে লক্ষ্যে আসুন আমরা সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য কাজ করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
অনেক ব্যস্ততার মাঝে সময় ব্যয় করে প্রকৌশলীদের ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রকৌশলী সমাজকে ধন্য করেছেন। সেজন্য আইইবি এবং স্বাগতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধান অতিথি আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। ❑

## আইইবি স্বর্ণ পদক-২০২২

**প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম, এফ-৪৮৯০**

প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে পদ্মা সেতু প্রকল্পের ক্রান্তিকালীন সময়ে সাহসিকতার সাথে স্বেচ্ছায় প্রকল্প পরিচালক পদে যোগদান করেন। ২০১৩ সালে সরকারি চাকুরী জীবন শেষে তিনি অদ্যাবধি চুক্তিভিত্তিতে পদ্মা সেতুতে কর্মরত আছেন। তাঁর নিরলস শ্রম, দক্ষ ও সফল ব্যবস্থাপনায় পদ্মা সেতু বাস্তবরূপ লাভ করে। বাংলাদেশের এই গর্বের সেতু জুন ২০২২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন।

# বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, পদ্মাসেতু এসব এখন স্বপ্ন নয় বাস্তব

**প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার**, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র,
আইইবি ও সদস্য সচিব, ৬০তম কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। আমি স্বাগতিক ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, ক্ষনজন্মা পুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের কালো রাতে শহিদ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সহ সকল শহিদদের প্রতি। শ্রদ্ধা জানাই ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ, বীরঙ্গনা সহ দেশ প্রেমিকদের প্রতি যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন দেশে মুক্ত বাতাসে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে পারছি।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,**

শত কর্মব্যস্ততা ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের মাঝেও আপনি প্রকৌশলীদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এ দেশের সকল প্রকৌশলী সমাজকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। দীর্ঘ চার বৎসর পর আপনাকে কাছে পেয়ে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। দেশ পরিচালনায় আপনার সময়োপযোগী বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত এবং উন্নত দেশ গঠনে আপনার 'ভিশন-৪১' বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী।

**মাননীয় নেত্রী,**

বাঙালি জাতি বীরের জাতি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ এবং আত্মশাসনের জন্য সংবিধান প্রণয়ন বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি অভিনব ঘটনা ঘটেছিল। এই অভিজ্ঞতা ধাতস্থ করতে সময় লাগবে এটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও কোথায় আমাদের শক্তি ও সাফল্য এবং কোথায় আমাদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা; আত্মজিজ্ঞাসায় তার নিরাবেগ পর্যালোচনার মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আপনার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,**

জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বর্নিভর, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হার না মানা মাথা উঁচু করে রাখা এক বাঙালি জাতির। বিশ্বাস ঘাতক, খুনী, স্বার্থপর কতিপয় নরপিশাচের রক্তনেশায় তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিলম্বিত হলেও থেমে যায়নি বরং প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ঘাতক চক্রের অউহাসি আজ কালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিমজ্জিত। পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতেই হয়তো শত ষড়যন্ত্র ও মৃত্যুকুপের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাঙালি জাতির রক্তস্নাত ভালবাসায় সিক্ত হয়ে আপনি চার চারবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আপনার সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তি, অদম্য দেশপ্রেম, অব্যর্থ পরিকল্পনা ও সাহসিকতায় নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুতে বুক চিতিয়ে মুহূর্তেই বাংলার এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে আমরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। আপনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

প্রথমবার ক্ষমতায় এসে আপনি আস্থা রেখেছিলেন দেশীয় প্রকৌশলীদের উপর। নিজস্ব প্রকৌশল জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন স্বল্প ক্যাপাসিটির বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে। কৃষি প্রকৌশলীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন কৃষি গবেষণায় মনোযোগী হতে। কৃষি প্রকৌশলীদের নিরলস গবেষণা প্রসূত নানান জাতের বীজ উদ্ভাবন, মৎস্যজীবীদের প্রকৌশল জ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদি হাজারো পরিকল্পনায় আমরা খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আত্মনির্ভর হওয়ার যে পরিকল্পনা ও সাহস আপনি দিয়েছিলেন তারপর বাংলার প্রকৌশলীদের আর পিছু ফিরতে হয়নি। আমাদের প্রকৌশল পণ্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে রপ্তানী হচ্ছে বিশ্বের অনেক দেশে। বিদেশ ফেরত বন্ধু-বড়ভাইদের মুখে মেট্রোরেল, নদীর নিচের টানেল কিংবা স্যাটেলাইটের গল্প আর শুনতে হচ্ছে না। আজ মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গল্প আমাদের বিদেশী বন্ধুরা বাংলার মানুষের মুখে মুখে অবাক বিস্ময়ে শুনতে থাকে। এ এক অন্য রকম অভিব্যক্তি।

ভরসা আপনি আমাদের দিয়েছেন, আমাদের প্রকৌশল জ্ঞানের সর্বোচ্চ দিয়ে প্রকৌশল সেক্টরে দেশকে স্বাবলম্বী করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তার রক্তের ঋণ শোধ করবই।

সব হারানো প্রাণ,
কেঁদে কেঁদে কয়
মুজিবের শত দান
সে তো মিছে নয়
আবারো কি দিতে হবে প্রাণ বিসর্জন?

আমরা প্রস্তুত মাননীয় নেত্রী; ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ব্যানারে। বাংলার প্রত্যেক প্রকৌশলী প্রাণ হাতে নিয়ে প্রস্তুত সজীব ওয়াজেদ জয়ের ডিজাইন ও পরিকল্পনায় এবং আপনার নির্দেশনায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য। "বঙ্গবন্ধুর বেতবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রের হাত ধরে শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট হয়ে সজীব ওয়াজেদ জয়ের স্মার্ট বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বাংলার প্রকৌশলীদের সাথে আপনার সরাসরি যোগাযোগ, যার মাধ্যম হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রকৌশলীদের বক্তব্য এই দপ্তর সেই দপ্তর হয়ে আমলাতান্ত্রিক বিভিন্ন সিড়ি মাড়িয়ে কখনো সংকলিত, কখনো অসম্পূর্ণ বক্তব্য আপনার কাছে পৌছায়। আপনার কাছে আমাদের আকুল আবেদন আপনার দপ্তরে আইইবি মনোনীত একজন প্রকৌশলী প্রতিনিধির কর্মস্থল তৈরী করে দেন যার কাজ হবে বাংলার মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের চিন্তা চেতনা আপনার কাছে সরাসরি উপস্থাপন করা।

**মাননীয় প্রধান অতিথি,**

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ যেন বিশ্বের বুকে নেতৃত্ব দিতে পারে সেই লক্ষ্যে আপনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই এবারের আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Innovative Engineering in the 4th Industrial Revolution.

মন্ত্রী পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, উর্ধ্বতন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ,

আপনাদের সদয় উপস্থিতি কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বল, বর্ণীল ও স্বার্থক করে তুলেছে। সেজন্য আপনাদের জানাই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

Excellencies, Members of the Diplomatic Mission, Delegates from friendly Institutions,

Your gracious presence has turned the event into a colorful assemblage of professional elites and intellectuals of various strata.

Your kind presence on this occasion has evolved a soothing breeze of tranquility and friendship among us.

**প্রিয় প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,**

কর্মব্যস্ততার মাঝেও দূর দূরান্ত থেকে এসে আপনাদের সরব উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আইইবি তথা প্রকৌশল পেশার প্রতি আন্তরিকতা, দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও মমত্ববোধের পরিচয় বহন করে। ৬০তম কনভেনশনের জাতীয় সেমিনারসহ সকল আয়োজনে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের পেশার উৎকর্ষতা সাধনে এ কনভেনশন সফল ও অর্থবহ হবে এটাই আমাদের কাম্য।

**মাননীয় নেত্রী,**

সবশেষে বলতে চাই-

যদি চাও তোমার জন্য হব কাকতাড়ুয়া,
সময়ে লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া নিমিষে,
করব জয় সব তসনস করে পায়ে পিষে,
স্মার্ট বাংলার পতাকা উড়াব অবশেষে।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক। ❑

# আইইবি ৬০তম কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ৬০তম কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশন ১৫ মে ২০২৩খ্রি. আইইবি প্রাঙ্গণ, রমনা ঢাকায় শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম রওশন এরশাদের থাকার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। ৬০তম কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আয়োজন ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও আহ্বায়ক, ৬০তম কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. তিনি উপস্থিত সকল প্রকৌশলী ও সম্মানিত অতিথিগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আইইবি'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা তিনি সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলে একের পর এক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও এদেশের অর্থনীতি সম্ভাবনাময় পথ পরিক্রমা অব্যাহত রাখতে পারছে। দেশকে উন্নত আধুনিক করতে সরকার মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন যা আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরতে পরতে রয়েছে প্রকৌশলীদের বলিষ্ঠ হাত।

আয়োজন ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার অনুষ্ঠানে আগত অতিথি এবং প্রকৌশলীদের ৬০তম কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশনে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কনভেনশনকে সফলভাবে আয়োজনের জন্য তিনি আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান।

## শহীদ প্রকৌশলী স্মৃতি বক্তৃতা

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে শহীদ প্রকৌশলী স্মৃতি বক্তৃতা ১১ মে ২০২৩ খ্রি. বিকাল ০৫:০টা. আইইবি সদর দফতর সেমিনার হলে (পুরাতন বিল্ডিং) অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি।

স্বাগত বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহীদদের এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে নিহত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলকে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদ প্রকৌশলীদের প্রতি গভির শ্রদ্ধা জানান। শহীদ প্রকৌশলী স্মৃতি বক্তৃতা ১৯৮০ সালে আরাম্ভ হয়। প্রতিবছর ন্যায় এ বছরও কনভেনশনে শহীদ প্রকৌশলী স্মৃতি বক্তৃতা আয়োজনের মাধ্যমে শহীদ প্রকৌশলীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ নূর, চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ আইইবি এবং অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে Information and Communication Technology and Cyber Security: Bangladesh Perspective শীর্ষক প্রবন্ধ বিস্তারিত ভবে উপস্থাপনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঁইয়া, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকে জাতীয় সকল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে কনভেনশনে শহীদ প্রকৌশলী স্মৃতি বক্তৃতা চালু করা হয় তারই ধারাবাহিকতায় আজ পর্যন্ত চলমান রয়েছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি।

## প্রকৌশলী এম. এ. জব্বার স্মৃতি বক্তৃতা

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে প্রকৌশলী এম. এ. জব্বার স্মৃতি বক্তৃতা ১২ মে ২০২৩ খ্রি. দুপুর ০২:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর সেমিনার হলে (পুরাতন বিল্ডিং) অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রকৌশলী এম. এ. জব্বার ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রকৌশলী এম. এ. জব্বারের প্রচেষ্টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সদর দফতর ঢাকাতে রাখা সম্ভব হয়েছিল। প্রকৌশলীদের জন্য তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে ১৯৭৯ সালে প্রকৌশলী এম. এ. জব্বার স্মৃতি বক্তৃতার আয়োজন করা

হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালের পর থেকে প্রতি কনভেনশনে এই স্মৃতি বক্তৃতা আয়োজন করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহামান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে Smart Transportation System for Smart Cities: Building a Sustainable Future in Bangladesh শীর্ষক প্রবন্ধ বিস্তারিত ভবে উপস্থাপনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, এমপি, প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ১৯৪৮ সালের ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাঁরা শ্রম দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রকৌশলী এম. এ. জব্বার। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী থেকে দেশ গড়ার কাজে প্রকৌশলীরা সব সময় কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে কারিগরি জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কারিগরি জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি।

## ড. প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ স্মৃতি বক্তৃতা

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে ড. প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ স্মৃতি বক্তৃতা ১৩ মে ২০২৩ খ্রি. দুপুর ০২:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি।

স্বাগত বক্তব্যে, ইঞ্জিনিয়ার মো.শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কনভেনশনে ৪টি মেমোরিয়াল লেকচার অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে এম. এ. রশীদ মেমোরিয়াল লেকচার একটি। ১৯৪৮ সালের ০৭ মে আইইবি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিদেশী প্রযুক্তিকে দেশোপযোগি করে প্রকৌশলীদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি আইইবি'র ৭টি ডিভিশন, ১৮টি সেন্টার, ৩৪টি সাব-সেন্টার ও ১৪টি ওভারসীস চ্যাপ্টারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইব) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে এম. এ. রশীদ অন্যতম সদস্য। প্রকৌশলী ড. এম. এ. রশীদ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের জীবনী নিয়ে একটি আর্কাইভ করা হবে। আর্কাইভ করা হলে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন এবং আইইবি'র ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, বুয়েট। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, যুক্তরাজ্যভিত্তিক কিউএস র‍্যাঙ্কিং সিস্টেম অনুযায়ী ২০২১-২০২২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্যাটাগরিতে বিশ্বে ১৮৫তম স্থান অর্জন করে। এর আগের বছর বুয়েটের র‍্যাঙ্কিং ছিল ৩৪৭। র‍্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে কিউএস যে সূচকগুলো বিবেচনায় নিয়ে থাকেন তার মধ্যে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন, প্রকাশনা, এইচ ইনডেক্স, আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সূচকসমূহ অন্যতম। এগুলো নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি। প্রধান অতিথি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্বের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ র‍্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে দেখানো

হয় সেখানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন প্রথম দিকে থাকতে পারছে না সেটা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কিভাবে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং -এ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথম সারিতে থাকতে পারবে তার উপায় বর্ণনা করেছেন। বাংলাদেশের প্রকৌশলীগণ তাদের মেধা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন পদ্মাসেতু নির্মাণের মাধ্যমে। বিশ্বের খড়স্রতা নদীর মধ্যে পদ্মা নদী একটি এই নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা সহজ ছিলো না আমাদের প্রকৌশলীরা মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পদ্মাসেতু নির্মাণ করেছেন। আমাজন নদীর উপর ব্রিজ তৈরি করার অফার করেছেন ব্রাজিল। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি) আইইবি।

## ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী (জেআরসি) স্মৃতি বক্তৃতা

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী (জেআরসি) স্মৃতি বক্তৃতা ১৩ মে ২০২৩ খ্রি. বিকাল ০৪:৩০মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব ড. মশিউর রহমান। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী এর সাথে প্রথম পরিচয় হয় যখন বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণ করা হয় তখন। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণ প্যানেলের একজন সদস্য ছিলেন তিনি। একবার নদী ভাঙ্গন অনেক গভীরে বা ভিতরে ঢুকে যায়। কেন এই ভাঙ্গন হচ্ছে সেটা নিয়ে একটি আলোচনা হয়। নদী ভাঙ্গন রোধ করার পরিকল্পনা করতে করতে দেখা যায় ভাঙ্গন আরো বেশি ভিতরে ঢুকে গেছে। এই ভাঙ্গন রোধ করার জন্য একটি কমিটি করা হয় সেখানে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরীকে প্রধান করা হয়। পদ্মাসেতু নির্মাণ করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক এর কাছ থেকে ঋণ নেয়ার কথা ছিল। বিশ্ব ব্যাংক যখন দুর্নীতির অভিযোগে ঋণ দিতে অস্বীকার করে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজ অর্থে পদ্মাসেতু নির্মাণ করার চিন্তা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে আমি জামিলুর রেজা চৌধুরীকে বলি আমরা পদ্মাসেতু নির্মাণ নিজ অর্থায়নে করতে পারবো কিনা। জামিলুর রেজা চৌধুরী বছেছিলেন আমরা করতে পারবো তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মাসেতু নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং একজন খ্যাতিমান ইঞ্জিনিয়ার। পদ্মাসেতু নির্মাণের জন্য যে প্যানেল অব এক্সপার্ট গঠন করা হয়েছিল তিনি তার প্রধানছিলেন। বাংলাদেশের প্রকৌশল জগতের আজকের এই অগ্রগতিতে তাঁর ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। আজ থেকে বহু বছর আগেই তিনি তাঁর প্রাজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কারিগরি দিক দিয়ে দক্ষ এবং আত্মনির্ভরশীল হতে না পারলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে টিকে থাকা যাবে না। এটাই ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে অন্য সবার থেকে ব্যতিক্রম করে তুলেছে। তাঁর দেখানো পথে এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেই সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বড় বড় মেগা প্রকল্পের উদ্যোগ নিতে এবং তা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই উনি ছিলেন একজন স্মার্ট প্রকৌশলী। তিনি করোনা মহামারীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শামীম-উজ-জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের পর এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হল- একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ যা কিনা অত্যন্ত সময়োচিত এবং যুগোপযোগী চিন্তাধারা। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের দিকে আজ ধাবমান। তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা ঘুচিয়ে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশের সাফল্যের গল্প আজ সর্বত্র সমাদৃত । বৈশ্বিক অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আজ বাস্তব। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ অত্যন্ত আশাবাদী। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ব্যাপারেও কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে স্বীয় যোগ্যতার প্রতিফলন রাখতে পারে- সেটিই হল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মূল প্রতিপাদ্য। কর্মক্ষেত্রে যেমন একদল স্মার্ট কর্মী একটি প্রতিষ্ঠানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তেমনি একটি স্মার্ট জাতি একটি দেশকেও অনেক এগিয়ে

নিতে পারে। বাংলাদেশ আজ ১৭ কোটি মানুষের দেশ। আর এই ১৭ কোটি মানুষকে স্মার্ট করার প্রত্যয়ে সরকার এখন থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

২৫ জুন, ২০২২ এ সমগ্র জাতির সুদীর্ঘ প্রায় দুই যুগের অপেক্ষার অবসান হয়েছে। প্রমত্তা পদ্মার বুকে স্বপ্নের সেতু আজ বাস্তব। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ভঙ্গুর অর্থনীতিকে নিয়ে ২০০৯ সালে পুনরায় বাংলাদেশের হাল ধরেন। তার দৃঢ় মনোভাব, কঠিন আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণ নেতৃত্ব এবং সময়োচিত সিদ্ধান্তের এক সম্মিলিত ফলশ্রুতি হলো আজকের এই পদ্মা সেতু । এই সেতু শুধু একটি নদীর দুই প্রান্তকেই সংযুক্ত করেনি, বরং দুই প্রান্তের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগকেও একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। এটি শুধু কংক্রিট এবং ইস্পাতের কাঠামোই নয়, এটি একাধারে যেমন দেশের দুই প্রান্তের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগের মেলবন্ধন, আবার অন্যদিকে বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চলমান বাংলাদেশের উন্নয়ন সক্ষমতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত এক অনন্য নিদর্শন। বাংলাদেশের মানুষ ইতিহাস ও সভ্যতার অবিচল ও পরীক্ষিত সন্তান। এটি এদেশের মানুষের দৃঢ় সংকল্প ও পরিশ্রমের ফসল। পদ্মা সেতু যেন বাঙালির আনুগত্য, অহংকার ও ঔদ্ধত্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি প্রধান অতিথি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ৬০তম কনভেনশন উপলক্ষে ৪টি স্মৃতি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মধ্যে ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী স্মৃতি বক্তৃতা একটি। অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন একজন প্রখ্যাত প্রকৌশলী। বাংলাদেশের মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অন্যতম। অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন প্রকৌশলীদের অনুপ্রেরণা। পদ্মাসেতু নির্মাণ করার মাধ্যমে দক্ষীণ বঙ্গের প্রায় ২১টি জেলা রাজধানির সাথে সড়ক যোগাযোগ সাধিত হয়েছে। পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার অমিত কুমার চক্রবর্তী পিইঞ্জ, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## National Seminar on “Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry” উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আইইবি’র ৬০তম কনভেনশন উপলক্ষে জাতীয় সেমিনার “Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry” উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৪ মে ২০২৩ খ্রি. সকাল ০৯:৩০মি. আইইবি সদর দফতর, রমনা ঢাকার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, জাতীয় সংসদের ডেপুটি লিডার, মতিয়া চৌধুরী। তিনি উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যের ছাত্রী হলেও শুধু জানার আগ্রহ থেকে তিনি একজন আধুনিক প্রযুক্তিবিদের মতোই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলছেন। প্রকৌশল ও প্রযুক্তি উন্নয়নই একটি দেশের মূল উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত। সেই উন্নয়ন করতে সীমিত সম্পদ নিয়েই প্রকৌশলীরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল “Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry”. আজ জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং ১৫ মে জাতীয় সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ “Smart Bangladesh” বিনির্মাণের পথে হাঁটছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। ডিজিটাল বিপ্লবকে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে গণ্য

করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লকচেইন ও রোবোটিক্স ইত্যাদির ব্যবহার করতে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা করতে হবে। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। দক্ষ মানবসম্পদ কিভাবে তৈরি হবে তা নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক আলোচনা করবেন। আজকের সেমিনারের সুপারিশসমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণকে তরান্বিত করবে বলে তিনি মনে করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা এখন আর বেসিক শিক্ষার জায়গায় নাই। কারণ বেসিক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বে টিকে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বের সব দেশই এখন চাকরি কেন্দ্রীক শিক্ষার দিকে ফিরে যাচ্ছে যেমন, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, এলইডি ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইবার সিকিউরিটি, ডাটা সাইন্স, রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এই ধরনের বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে যেনো দেশের জনগণ আগামী বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে পারে। আমার বিশ্বাস অত্যাধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্ম ২০৪১ সালের মধ্যেই বিশ্বে নেতৃত্ব দিবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ভিশনারি সরকার। ২০০৯ সালে এসেই 'দিন বদলের স্লোগান' দিয়েই আগামী ১০০ বছর পর কেমন বাংলাদেশ হবে তার ভিশন তৈরি করে রেখেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছেন। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরা সর্বস্তরে সব সময় কাজ করে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি।

## Reception of Foreign Delegates

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশন উপলক্ষে Reception of Foreign Delegates অনুষ্ঠান ১৪ মে ২০২৩ খ্রি. Samson H Chowdhury Center-Dhaka Club-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আইইবি।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলী চিনময় দেবনাথ, প্রেসিডেন্ট, দ্যা ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) এবং প্রকৌশলী ড. হরি বাহাদুর ডারলামি, প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন, নেপাল।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো.শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একা. ও আন্ত) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাসার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্পাদক

পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। এছাড়াও ইন্ডিয়া ও নেপালের প্রকৌশলীবৃন্দ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

## National Seminar on "Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry" সমাপনী অনুষ্ঠান

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশন উপলক্ষে জাতীয় সেমিনার "Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry" সমাপনী অনুষ্ঠান ১৫ মে ২০২৩ খ্রি. দুপুর ০২:৩০মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জাতীয় সেমিনার উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা ১৩টি পেপার উপস্থাপন করেছেন। ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়ন কৌশল, চর্তুথ শিল্প বিপ্লবে নারীদের অংশগ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও চ্যালেঞ্জসমূহ, স্মার্ট কৃষিকৌশল ইত্যাদি বিষয়ের উপর ২টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ম সেশনে ৭টি এবং ২য় সেশনে ৬টি পেপার উপস্থাপন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে প্রকৌশলীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে মনে করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে প্রকৌশলীরা স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বন্দর, কর্ণফুলি টানেল, ঢাকা-কক্সবাজার রেল যোগাযোগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ নির্মাণে তরান্বিত করবে বলে তিনি মনে করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রকৌশলীদের কারণেই কৃষি এখন আধুনিক ও স্মার্ট। উন্নয়নকে নগরকেন্দ্রিক সীমায় আবদ্ধ না করে গ্রাম মহল্লা কেন্দ্রিক করতে প্রকৌশলীরা কাজ করে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমেই সময়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে হবে। প্রকৌশলীদের প্রচেষ্টা আরো বাড়িয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। "Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry" বিষয়ের উপর উপস্থাপিত পেপার সমূহ থেকে যে সকল সুপারিশমালা উঠে এসেছে তা আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দেওয়ার অনুরোধ করেন। জমাকৃত সুপারিশমালা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর অনুরোধ করেন।

## আইইবি মহিলা কমিটি

## চিলড্রেন্স প্রোগ্রাম

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে আইইবি মহিলা কমিটির উদ্যোগে ১১ মে ২০২৩খ্রি. চিলড্রেন্স প্রোগ্রাম আইইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ওয়াহিদা হুদা, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কো-চেয়ারপার্সন, মিসেস সুরাইয়া তালুকদার, মিসেস খন্দকার ফারাহ্ জেবা, মিসেস পারভিন সুলতানা, মিসেস আসমা বেগম, সহকারী সদস্য-সচিব, ডা. আয়েশা সিদ্দিকা, অধ্যাপক ডা. মুশফিকা রহমান, মোসামৎ শায়লা নুর, প্রতীমা রানী ঘোষ, প্রাক্তন চেয়াপার্সন, ইয়াসমিন রহমান, লুৎফুন নাহার কবিরসহ আইইবি নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং মহিলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

## মিনা বাজার

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে আইইবি মহিলা কমিটির উদ্যোগে ১১ মে ২০২৩খ্রি. মিনা বাজার আইইবি মিলনায়তন চত্বরে উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ওয়াহিদা হুদা, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কো-চেয়ারপার্সন, মিসেস সুরাইয়া তালুকদার, মিসেস খন্দকার ফারাহ্ জেবা, মিসেস পারভিন সুলতানা, মিসেস আসমা বেগম, সহকারী সদস্য-সচিব, ডা. আয়েশা সিদ্দিকা, অধ্যাপক ডা. মুশফিকা রহমান, মোসামৎ শায়লা নুর, প্রতীমা রানী ঘোষ, প্রাক্তন চেয়াপার্সন ইয়াসমিন রহমান, লুৎফুন নাহার কবিরসহ আইইবি নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং মহিলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

## র‍্যাফেল ড্র

### আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে আইইবি মহিলা কমিটির উদ্যোগে ১৫ মে ২০২৩খ্রি. র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়

আইইবি মিলনায়তনে চত্বরে উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ওয়াহিদা হুদা, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কো-চেয়ারপার্সন, মিসেস সুরাইয়া তালুকদার, মিসেস খন্দকার ফারাহ্ জেবা, মিসেস পারভিন সুলতানা, মিসেস আসমা বেগম, ডা. আয়েশা সিদ্দিকা, সহকারী সদস্য-সচিব, অধ্যাপক ডা. মুশফিকা রহমান, মোসামৎ শায়লা নুর, প্রতীমা রানী ঘোষ, প্রাক্তন চেয়াপার্সন ইয়াসমিন রহমান, প্রাক্তন চেয়াপার্সন লুৎফুন নাহার কবিরসহ আইইবি নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং মহিলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

**ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোন লেখা ই-মেইলে**

***iebnews48@gmail.com***

**পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।**

**প্রকৌলশী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু**
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

# কিছু স্থির চিত্র
## ৬০তম কনভেনশন

# কিছু স্থির চিত্র
## ৬০তম কনভেনশন

# কিছু স্থির চিত্র
## ৬০তম কনভেনশন

# কিছু স্থির চিত্র
## ৬০তম কনভেনশন

# কিছু স্থির চিত্র
## ৬০তম কনভেনশন

# কিছু স্থির চিত্র
## ৬০তম কনভেনশন

# আইইবি সংবাদ

- সংবাদ সংক্ষেপ
- বিবিধ সংবাদ

# আইইবি সদর দফতর

## নব-নির্বাচিত আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর
প্রেসিডেন্ট, আইইবি

প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি

প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(এইচআরডি), আইইবি

প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

প্রকৌলশী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি

প্রকৌশলী মো. রনক আহসান
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ.
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(এইচআরডি), আইইবি

প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

## আইইবি ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়লাভ

আইইবি ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্যানেল নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে। এতে প্রেসিডেন্ট পদে প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রকৌলশী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি।

# EXECUTIVE OFFICE BEARERS

Engr. Md. Abdus Sabur, F/6100
President
Engr. Kazi Khairul Bashar, F/7788
Vice-President (Academic & International)
Engr. Md. Nuruzzaman, F/2255
Vice-President (Administration & Finance)
Engr. Khandker Manjur Morshed, F/4000
Vice-President (Human Resources Development)
Engr. Md. Shahadat Hossain (Shiblu), PEng, F/5333
Vice-President (Services & Welfare)
Engr. S.M. Monjurul Haque Monju, F/7755
Honorary General Secretary
Engr. Md. Abul Kalam Hazari ,F/10000
Honorary Asstt. General Secretary (A & I)
Engr. Md. Ranak Ahsan, M/29656
Honorary Asstt. General Secretary (A & F)
Engr. Amit Kumar Chakrabarty , PEng, PMP, F/13600
Honorary Asstt. General Secretary (HRD)
Engr. Sheikh Tajul Islam Tuhin, F/9300
Honorary Asstt. General Secretary
(Services & Welfare)

# DIVISION

## Civil Engineering Division

Engr. Saumitra Kumar Mutsuddi, F/04576
Chairman
Engr. Sati Nath Basak, F/08394
Vice-Chairman
Engr. Syed Shihabur Rahman, M/28819
Secretary

## Electrical Engineering Division

Engr. Md. Zulfikar Ali, F/8332
Chairman
Engr. Kazi Mustak Ullah, F/8118
Vice-Chairman
Engr. S. M. Al-Imran, M/25668
Secretary

## Mechanical Engineering Division

Engr. Ahsan Bin Bashar (Ripon), F/11999
Chairman
Engr. Masud Rana , F/13293
Vice-Chairman
Engr. Suman Das, F/12000
Secretary

## Chemical Engineering Division

Engr. A. N. M. Tarique Abdullah, F/9997
Chairman
Engr. Md. Elias Hossain, F/13030
Vice-Chairman
Engr. Obaidullah (Nayon), F/13700
Secretary

## Agricultural Engineering Division

Engr.Md. Misbahuzzaman Chandan , F/7969
Chairman
Engr. Mohammad Miznur Rahman, F/11327
Vice-Chairman
Engr. Mohammad Wahidul Islam, F/12637
Secretary

## Textile Engineering Division

Engr. Mohmmad Ashad Hossain, F/7594
Chairman
Engr. Md. Ziaur Rahman Mukul, F/11765
Vice-Chairman
Engr. Muhammed Waliul Islam, F/12907
Secretary

## Computer Engineering Division

Prof. Dr. Engr. Mohammad Mahfuzul Islam, PEng, F/9339
Chairman
Engr. Sonjoy Kumar Nath, F/12010
Vice-Chairman
Engr. Tanvir Mahmudul Hasan,M/38524
Secretary

# CENTER

## Dhaka Centre

Engr. Mohammad Hossain, F/05324
Chairman
Engr. Sk. Masum Kamal, F/7659
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Habib Ahmed Halim (Murad), F/8699
Vice-Chairman (Administration P&SW)
Engr. Md. Nazrul Islam, F/5777
Honorary Secretary

### Central Council Member

Engr. Md. Zikrul Hassan, PEng., F/8199
Dr. Engr. M. Shamim Z. Bosunia, PEng, F/1317
Engr. Mohammad Shamim Akhter, F6789
Bir Muktijoddha Engr. Md. Kabir Ahmed Bhuiyan, F/2700
Engr. Md. Abu Sufiyan Mahbub (Limon), M/26607
Engr. Mohammed Abu Taleb, F/8424
Engr. Md. Abul Quassem, F/1112
Engr. Md. Nazrul Islam Mian, F/7077
Engr. M. Jasim Uddin, F/5050
Engr. Md. Delowar Hossain Mazumder, F/9601
Engr. Shamim Rahman, F/11678
Engr. Sk. Md. Mohsin, F/1490
Engr. Rukhsana Nazma Eshaque, F10752
Engr. Md. Mahbubur Rahman, M/11249
Prof. Dr. Engr. Abdul Jabbar Khan, F/7571
Engr. Sade Uddin Ahmed, F/6908
Engr. Mohammad Nasir Uddin, F/05640
Engr. Syed Moinul Hasan, M/14550
Engr. Md. Quamruzzaman, F/10900

Engr. Mohammad Sohel, M/21383
Dr. Engr. A. F. M. Saiful Amin, F/7212
Engr. Major. Mohammad Jahangir Alam, F/6440
Engr. Md. Jewel, F/13550
Engr. Md. Wahid Huda, M/21452
Engr. Md. Monir Uddin, F/10041
Engr. Swarnendu Shekhar Mondal, F/11511
Prof. Dr. Engr. Md. Mizanur Rahman, F-11725

## Chattogram Centre

Engr. Md. Abdur Rashid, F/5117
Chairman
Engr. Rajib Barua, F/13209
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Dr. Engr. Rashid Ahmed Chowdhury,F/06453
Vice-Chairman (Administration P&SW)
Engr. Mohammed Shahjahan,M/24102
Honorary Secretary

### Central Council Member

Engr. Mohammad Harun, F/02921
Engr. Prabir Kumar Sen, F/5028
Engr. A. K. M. Fazlullah, F/01843
Engr. Ujwal Kumar Mohanta, F/13306
Engr. Sadek Mohammed Chowdhary , F/4401

## Khulna Centre

Prof. Dr. Engr. Sobahan Mia ,F/11148
Chairman
Prof.Dr. Engr. Md.Maniruzzaman, F/8786
Vice-Chairman (Academic & HRD
Engr. Md. Abdur Razzaque, F/04054
Vice-Chairman (Administration P&SW)
Engr. Md. Mahmudul Hasan,M/28565
Honorary Secretary

### Central Council Member

Bir Muktijoddha Engr. Md. Abdullah, PEng., F/2488

## Rajshahi Centre

Engr. Nizamul Haque Sarker , F/11105
Chairman
Engr. Md. Jahangir Alam, F/07434
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Prof. Dr.Engr. N. H. M. Kamrujjaman Serker, F/08907
Vice-Chairman (Administration P&SW)
Engr. Md. Nazmul Huda, M/20001
Honorary Secretary

### Central Council Member

Engr. Md. Sadequl Islam, F/11304

## Cumilla Centre

Engr. Md. Moniruzzaman, F/09446
Chairman
Engr. Mohammad Mir Fazle Rabbi, F/12095
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Abdul Matin, F/9433
Vice-Chairman (Administration P&SW
Engr. Md. Rahmat Ullah Kabir,F/10327
Honorary Secretary

### Central Council Member

Engr. Audhir Chandra Majumder, F/9600

## Mymensingh Centre

Chairman
Dr. Engr. Chayan Kumer Saha, F/12145
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. A. B. M. Faruk Hossain, F/09572
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. A. K. M. Kamruzzaman,F/13063
Honorary Secretary

### Central Council Member

Engr. Shibendra Narayan Gope, F/9139

## Rangpur Centre

Engr. Md. Amirul Haq Bhuiya, F/12465
Chairman
Engr. Md. Abdul Goffar , F/9283
Vice-Chairman (Acadimice &HRD)
Engr. Md. Rezaul Karim, F/1917
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Rezaul Haque, F/6218
Honorary Secretary

## Bogura Centre

Engr. A.F.M. Abdul Matin, F/2240
Chairman
Engr. Syed Iftekhar Hossain , F/4776
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Abu Rayhan, M/22474
Vice-Chairman (Adminstration. P & SW)
Engr. Md. Mahbubul Haque, F/11772
Honorary Secretary

### Central Council Member

Engr. Md. Jahangir Alam, F/13672

## Gazipur Centre

Engr. Mohammad Kamruzzaman, M/21728
Honorary Secretary

### Central Council Member

Engr. A. K. M. Nurul Islam, F/06430

## Narayangonj Centre

Engr. A.K.M. Mostafizur Rahman, F /6579
Chairman
Engr. Md. Harun-Ar-Rashid, F/09662
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Siful Islam, F/13040
Vice-Chairman (Admin. P & SW)
Engr. Mohammad Nazmul Haque, F/13297
Honorary Secretary

## Ashugonj Centre
Engr. A.M.M. Sazzadur Rahman, F/5943
Chairman
Engr. Md. Manjurul Hoque, F/11524
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Kamruzzman Bhuyan, F/11158
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Akter Hossain, F/12662
Honorary Secretary

## Faridpur Centre
Engr. Khan A Shameem, F/06041
Chairman
Prof. Dr. Engr. Md. Mizanur Rahman, F/12370
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Raihan Khan Opu, M/40276
Honorary Secretary

## Barishal Centre
Engr. A.T.M. Tariqul Islam, F/9047
Chairman
Engr. ChanChal Kumar Mistry, F/9046
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Shamsher Ali Miah, F/13021
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Leton Ahmed Khan, M/41415
Honorary Secretary

## Ghorasal Centre
Engr. Md. Rafiz Uddin Dhali, F/10828
Chairman
Dr. Engr. Masuda Siddique Rozy, PEng., F/12090
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Eng. Mohammad Altaf Hossain Bhuyia, F/12607
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Rajoan Hasan, M/34613
Honorary Secretary

## Rangadia Centre;
Engr. Md. Abdullah Faruque, F/9476
Chairman
Engr. Chowdhury Mosakh Kharun Nabi, F/6443
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Shajahan Kabir, F/12248
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Arifur Rahman, M/24753
Honorary Secretary

## Jashore Centre ;
Engr. Md. Mostafizur Rahman , F/4615
Chairman
Engr. S. M. Nurul Islam, F/8719
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Ahmad Sharif Shajib, F/10211
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Dr. Engr. A. S. M. Mojahidul Hoque, F/13138
Honorary Secretary

## Dinajpur Centre ;
Engr. Md. Mahbubul Alam Khan, F/10704
Chairman
Engr. Md. Faridul Hasan, F/9323
Vice-Chairman (Academic & HRD
Engr. Abul Bashed Mohammad Rezaul Bari, F/7650
Vice-Chairman (Admin. P&SW)
Engr. Md. Murad Hossen, F/13455
Honorary Secretary

## Sylhet Centre
Dr. Engr. Md. Jahir Bin Alam, F/11196
Chairman
Dr. Engr. Md. Jahir Bin Alam, F/11196
Chairman
Engr. Md. Jaynal Islam Chowdhury, F/10953
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Mohammed Abdul Quadir, M/13136
Honorary Secretary

# SUB-CENTRE

## Tangail Sub-Centre
Engr. Md Ahsan Habib, F/12639
Chairman
Engr. Sayeed Al- Khalid, M/26044
Vice-Chairman
Engr. Sadhan Chandra Dhar, F/4784
Secretary

## Savar Sub Centre
Engr. Al Mamun M/41166
Secretary

## Natore Sub- Centre
Dr. Engr. Md. Rashidul Hasan, F/04939
Chairman

## Gaibandha Sub-Centre
Engr. Md. Abdur Rahim, F/8649
Chairman
Engr. Md. Siddiqur Rahman, F/10479
Vice-Chairman
Engr. Md. Firoz Akhter, M/28710
Honorary Secretary

## Brahmanbari Sub-Centre
Engr. Md. Rezaul Islam, F/8987
Chairman
Engr. Md. Azmal Haque, F/8891
Vice-Chairman
Engr. M. K. Masuk, F/8324
Honorary Secretary

## মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) র‍্যালি নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা করেন।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি ঢাকা নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

## ১৭ মার্চ ২০২৩খ্রি. স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্ম দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ ২০২৩খ্রি. স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্ম দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো.আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি,

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একা. ও আন্ত) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাসার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

## ২৬ মার্চ ২০২৩খ্রি. মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬মার্চ ২০২৩খ্রি. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি ঢাকা নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

## ০৬ এপ্রিল ২০২৩খ্রি. অসহায়, গরীব ও দুস্থদের মাঝে ইফতার বিতরণ

০৬ এপ্রিল ২০২৩খ্রি. ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর মেইনগেটের সামনে অসহায়, গরীব ও দুস্থদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

ইফতার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি ঢাকা নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

## আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ৭ মে (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উপলক্ষে ০৬ মে ২০২৩খ্রি. শনিবার সকাল ১১:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, কাউন্সিল হলে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে দেশেল প্রকৌশলীসহ সকল পেশাজীবীদের আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানানো হয়। দেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ ও 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একা. ও আন্ত) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাসার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। এছাড়াও কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ৭ মে (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন করা হয়। আইইবি সদর দফতর, সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে ও ওভারসীজ চ্যাপ্টারসহ ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন করেন।

আইইবি সদর দফতরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্যে আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা বলেন, যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে, সুনামের সঙ্গে কাজ করে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীগণমুখ্য ভূমিকা পালন করবে। আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদার নেতৃত্বে শপথ বাক্য পাঠে প্রকৌশলীরা সব সময় দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার শপথ করেন।

উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি ঢাকা নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

## আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা

আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা ০৭ মে ২০২৩খ্রি. বিকাল ০৫:৩০মি., শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মরহুম প্রকৌশলী এম. এ. জব্বারসহ সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং প্রকৌশলীদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য কাজ করে আসছে। বাংলাদেশের প্রকৌশলীকে শুধুমাত্রা বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বহির বিশ্বে কাজ করে দক্ষতা ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য আইইবি কাজ করছেন। আইইবি বিশ্বস্বীকৃত Washington Accord-এর প্রভিশনাল মেম্বার, এ বছরই পূর্ণ সদস্যপদ পাবে বলে আমরা আশা করছি, পূর্ণ সদস্যপদ পেলে আইইবি'র সদস্য প্রকৌশলীগণের সার্টিফিকেট বিশ্বের সকল দেশে বিনা প্রশ্নে স্বীকৃতি পাবে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৌশলীগণ

ভূমিকা পালন করেছেন এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আইইবির প্রতিষ্ঠা লাভের পর বিভিন্ন আন্দোলন করেছেন প্রকৌশলীগণ তাদের আন্দোলনের কারণে অনেক প্রকৌশলীকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। তাদের আন্দোলনের ফসল কিন্তু আজকের আইইবি। প্রশাসন ক্যাডার অন্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভাবলেও প্রকৌশলীদের সংগঠন আইইবি'কে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে যার জন্য প্রকৌশলীদের উপর তাদের ক্ষমতা জাহির করার অপচেষ্টা সবসময় করছে। প্রকৌশলীরা সচেতন থাকলে প্রশাসন ক্যাডার কোন ভাবেই তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কথা বললেই প্রকৌশলী এম. এ. জব্বার এর কথা মনে পরে যায় তিনি ১০-১৫ জন প্রকৌশলী নিয়ে কাজ শুরু করেন। যারা মনে করেন আইইবি'র প্রয়োজন নেই তারা ভুল ভাবছেন কেননা কোন কিছু আদায় করতে হলে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন, আর প্রকৌশলীদের দাবী আদায়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম হলো আইইবি। বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে যার প্রধান কারিগর হলো প্রকৌশলীগণ। প্রশাসন ক্যাডার আজ এগিয়ে যাবার কারণ তাদের ঐক্য বা বন্ধন। প্রকৌশলীদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। আইইবি'র নেতৃত্বে সকলে একত্রিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা.ও আন্ত.) আইইবি, উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রতিষ্ঠা লাভের পর কেমন ছিলো আর বর্তমানে কেমন আছে সেটা সকলের জানা নেই। ১৯৪৮ সালের ৭ মে প্রতিষ্ঠা লাভের পর কয়েক জন প্রকৌশলী কাজ শুরু করেছেন কিন্তু বর্তমানে আইইবি'র সদস্য প্রায় ৮০ হাজার। উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে প্রকৌশলীগণ সর্বদা কাজ করছেন এবং করবেন বলে মনে করেন।

ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা ও মর্যাদা নিয়ে কাজ করেন। আইইবি'র প্রচেষ্টার প্রধান প্রকৌশলীগণ ১ম গ্রেড লাভ করেছেন। প্রকৌশলীদের হীন করার জন্য প্রশাসন ক্যাডারের লোকজন সবসময় কাজ করছেন। প্রকৌশলীদের মর্যাদা অক্ষুন্য রাখার জন্য সকলকে এক সাথে কাজ করার অনুরোধ করেন।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি বলেন, ১৯৪৮ সালে ০৭ মে আইইবি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আইইবি ১৮টি কেন্দ্র, ৩৪টি উপকেন্দ্র ও ১৪টি ওভারসীজ চ্যাপ্টার নিয়ে কাজ করছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নে নানা ভূমিকা পালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ভিশন-২০৪১ এবং ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে প্রকৌশলীগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি আশাকরি।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার কবির আহম্মেদ ভূইয়া, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার হোসেন চৌধুরী এমপি, প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি), ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

## পুরকৌশল বিভাগ

### 'Large-Scale High Profile Infrastructure Projects: Challenges and Lessons Learned' শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'Large-Scale High Profile Infrastructure Projects: Challenges and Lessons Learned' শীর্ষক সেমিনার ২২জুন ২০২৩ খ্রি. আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান পেক্ষাপটে প্রকৌশলীদের প্রমান করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টি একটি কঠিন ও জটিল বিষয়। বাংলাদেশ সরকারের সাচিবিক দায়িত্ব যাদের পালন করার কথা তারা এখন ইঞ্জিনিয়ারিং দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা প্রকল্প পরিবিক্ষণ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। প্রকৌশলীদের কাজে অপ্রকৌশলী দায়িত্ব গ্রহণ করায় আইইবি প্রতিবাদ করেছে। আমাদের প্রকৌশলীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরো

দায়িত্ববান হতে হবে। সাধারণ মানুষ এখন প্রকৌশলী আর অপ্রকৌশলীর কাজের পার্থক্য করতে পারছে না কেননা প্রকৌশলীগণ অপ্রকৌশলীদের মতো প্রকল্প ভিজিট করছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে বা বাস্তবায়ন করে। প্রকৌশল বিষয়ক কাজ শুধুমাত্র প্রকৌশলীগণ করতে পারে অপ্রকৌশলী করতে পারে না সেটা কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, ড. প্রকৌশলী আনোয়ার জাহিদ, পিই, প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, ইনফ্রাটেক ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড ইনোভেটরস, হিউস্টন, টেক্সাস। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ২০০৫ সালে কাটরিনা হলে নিউ ইয়র্কে অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। আমেরিকা তখন ১০০ বছরের জন্য কিভাবে সুরক্ষা দেয়া যায় সেভাবে প্রকল্প নির্ধারণ করেন। বাংলাদেশের প্রকল্পসমূহ ১০০ বছর সুরক্ষিত থাকবে ডিজাইনার সেভাবে ডিজাইন করবে। বন্যার কথা মাথায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সাইক্লোন বা বড় ধরনের বিপর্যয় হলে উন্নত দেশগুলো দ্রুত মোকাবেল করতে সক্ষম হবে কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো মোকাবেলা করতে নানা প্রতিবন্ধকতার শীকার হবে সেজন্য প্রকল্প প্রণয়নের জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা করতে হবে।

সেমিনারে মূখ্য আলোচক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এ. এফ. এম. সাইফুল আমিন, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট বলেন, পদ্মাসেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখে হয়েছিলো বাংলাদেশের প্রকৌশলীগণ করতে পারবেন কিনা বা কতটুকো করতে পারবে সেখানে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রকৌশলীগণ বেশির ভাগ করতে পারবে বাকী অংশটুকো বিদেশ থেকে নেয়া হয়েছিলো। বাংলাদেশ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করা যাবে না তবে মোকাবেলা করতে হবে। বিদেশে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ এখনো সেটা গ্রহণ করতে পারে নাই তবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ সেটা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে এসে দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য প্রকৌশলীদের আহ্বান করেছেন। প্রকৌশলীরাই কিন্তু বাংলাদেশ পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৌশলীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নত আধুনিক দেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য প্রকৌশলীদের কাজে অপ্রকৌশলীগণ হস্তক্ষেপ করছে। প্রকৌশলীদের কাজে অপ্রকৌশলীকে হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ ছিলো তা আমাদের প্রকৌশলীরা সঠিকভাবে মোকাবেলা করে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত আধুনিক দেশ পরিণত হবে। আধুনিক বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কারিগর হলো প্রকৌশলীরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালি করতে সকলকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, আইইবি, সভার সভাপতি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করছেন তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২১ সালে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত আধুনিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে বলে মনে করি। আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু অতন্ত্য যুগপোযোগি। পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা নতুন যুগের সূচনা করেছেন। পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে বিদেশিরা বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছেন। যে সকল প্রকল্প চলমান রয়েছেন তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের প্রকৌশলীরা আরো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। বাংলাদেশের মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ আসবে তা আমাদের প্রকৌশলীরাই মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাকরি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী সৈয়দ শিহাবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সৌমিত্র কুমার মুৎসুদ্দি চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী সতীনাথ বসাক, ভাইস-চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি।

## ঢাকা কেন্দ্র

### 5 Days Practitioners Certificate Course on PPR & DP Funded Procurements-Batch-04 Training

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৪ মার্চ - ০৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল হলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে '5 Days Practitioners Certificate Course on PPR & DP Funded Procurements-Batch-04' এর উপর ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী হাবিব আহ্‌মেদ হালিম (মুরাদ), ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. মুসলিম উদ্দিন এবং প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Mr. Faruque Hossain, Former Secretary of GOB. Ex- DG, CPTU, IMED; National Trainer, Engr. Partha Pradip Sarkar MCIPS, Deputy Project Director, Livestock & Dairy Development Project,

Department of Livestock Services, Engr. Tarafder Abu Mahmud, Chairman and founder of InfoBit Lab, Mr. Inthaqab Wahid Ruso, MCIPS, PMP, Executive Engineer of Documentation & Procurement Division in Roads and Highways Department, Mr. Asheque Ahmed Shiblee, national trainer on public procurement, Engr. Munir Siddiquee MPSM, FCIPS, Procurement Consultant, Engr. Md. Abdul Aziz, Procurement specialist and practitioner in BEZA & Mr. Muhammad Shariful Islam, Executive Engineer in LGED. খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড থেকে মোট ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।

### 3 Days Online Basic Training Short Course on PPR & e-GP – (Batch-7)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল- ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি.,দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে '3 Days Online Basic Training Short Course on PPR & e-GP – (Batch-7)" এর উপর ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক

তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী হাবিব আহ্‌মেদ হালিম (মুরাদ), ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. মুসলিম উদ্দিন এবং প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Mr. Inthaqab Wahid Ruso, MCIPS, PMP, Engr. Tarafder Abu Mahmud, Chairman and founder of InfoBit Lab & Mr. Sharif Islam Rana, Procurement Specialist, LGED জেমকন, তিতাস, ডিপিডিসি, BETS Consultants Ltd. এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, Celescops থেকে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।

## আইইবি'র ৬০তম কনভেনশন

গত ১১-১৬ মে, ২০২৩ খ্রি.ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আইইবি'র ৬০তম কনভেনশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে গত ১৩ মে, ২০২৩ খ্রি., শনিবার কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন করেছেন। গত ১৫ মে, ২০২৩ খ্রি., সোমবার কনভেনশনের সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। এবারের কনভেনশনের বিষয়বস্তু ছিল "Innovative Engineering in the 4th Industrial Revolution" এবং জাতীয় সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল "Fourth Industrial Revolution: Preparedness in Society and Industry" .

## ছাত্র বিষয়ক কার্যক্রম

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে গত ১১ই মে, ২০২৩ খ্রি., বৃহস্পতিবার, আইইবি পুরাতন ভবনের সেমিনার কক্ষে এএমআইই ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র বিষয়ক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার। অনুষ্ঠানে এএমআইই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

## প্রকৌশল যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে গত ১১ই মে, ২০২৩ খ্রি., বৃহস্পতিবার, আইইবি প্রাঙ্গনে প্রকৌশলী যন্ত্রপাতি নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। Energypac Engineering, Brac Bank, Mars Homes Ltd., GPH

Ispat, Next Block Bangladesh, Steel Structure এর উপর একটি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ০৬ টি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পন্যসমূহ কনভেনশনে আগত প্রকৌশলীবৃন্দের সামনে তুলে ধরেন। প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন। আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটি, স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য, বিভাগীয় কমিটির নির্বাহীবৃন্দ, আইইবি মহিলা কমিটির নির্বাহীবৃন্দ, ইআরসি, ঢাকার নির্বাহীবৃন্দ, ৬০তম কনভেনশন উপলক্ষে গঠিত কমিটিসমূহের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ সহ সম্মানিত প্রকৌশলীবৃন্দ প্রদর্শনী স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

## শহিদ প্রকৌশলী পরিবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

আইইবি'র ৬০তম কনভেনশন উপলক্ষে ১২ই মে, ২০২৩ খ্রি., শুক্রবার, আইইবি পুরাতন ভবনের সেমিনার কক্ষে শহিদ প্রকৌশলী পরিবারের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মোট ১৫ জন শহিদ প্রকৌশলী পরিবার ও ০৩ জন খেতাবপ্রাপ্ত প্রকৌশলী পরিবারকে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ১০ জন শহিদ প্রকৌশলী পরিবার এবং ০৩ জন খেতাবপ্রাপ্ত প্রকৌশলী পরিবার অংশগ্রহণ করেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান এমপি, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও সভাপতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, প্রকৌশলী মো. নূরুল

হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার। শহিদ প্রকৌশলী পরিবারকে ক্রেষ্ট প্রদানের মাধ্যমে শহিদ প্রকৌশলীকে আইইবি থেকে সম্বর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে শহিদ প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যবৃন্দ শহিদ প্রকৌশলীকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য পেশ করেন।

## 5 Days Practitioners Certificate Course on PPR & DP Funded Procurements-Batch-05 Training

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০ মে- ২৪ মে, ২০২৩ খ্রি.,আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল হলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে "5 Days Practitioners Certificate Course on PPR & DP Funded Procurements-Batch-05" এর উপর ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী হাবিব আহ্মেদ

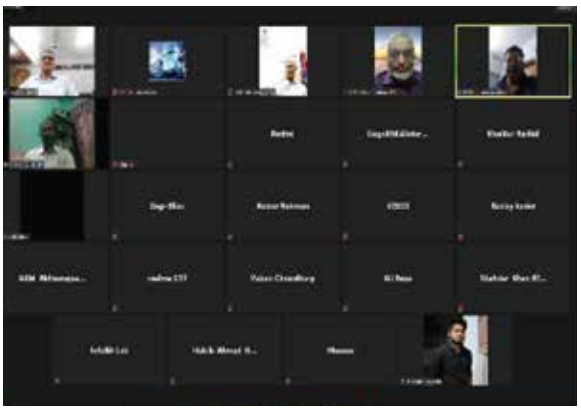

হালিম (মুরাদ), ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. মুসলিম উদ্দিন এবং প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Mr. Faruque Hossain, Former Secretary of GOB. Ex-DG, CPTU, IMED; National Trainer, Engr. Partha Pradip Sarkar MCIPS, Deputy Project Director, Livestock & Dairy Development Project, Department of Livestock Services, Engr. Tarafder Abu Mahmud, Chairman and founder of InfoBit Lab, Mr. Inthaqab Wahid Ruso, MCIPS, PMP, Executive Engineer of Documentation & Procurement Division in Roads and Highways Department, Mr. Asheque Ahmed Shiblee, national trainer on public procurement, Engr. Munir Siddiquee MPSM, FCIPS, Procurement Consultant, Engr. Md. Abdul Aziz, Procurement specialist and practitioner in BEZA& Mr. Muhammad Shariful Islam, Executive Engineer in LGED. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে মোট ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।

## 5 Days Basic Training Short Course on PPR & e-GP (5 Days) Training

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৭ জুন- ১১ জুন, ২০২৩ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল হলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে "5 Days Basic Training Short Course on PPR & e-GP" এর উপর ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী হাবিব আহ্মেদ হালিম (মুরাদ) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Naureen Laila PMP, Mr. Md. Saifur Rahman MCIPS, PMP, PRINCE2,Mr. Inthaqab Wahid Ruso, MCIPS, PMP, Engr. A B M Mofakhkharul Islam, PMP & Engr. Jamal Ahmed Khandaker, PMP. পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড থেকে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।

## DPP Preparation to contract implementation (7 Days) (Day Long) Training

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১২ জুন- ১৮ জুন, ২০২৩ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল হলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে "DPP Preparation to contract implementation" এর উপর ০৭ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন,

মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী হাবিব আহ্মেদ হালিম (মুরাদ) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Naureen Laila PMP, Mr. Md. Saifur Rahman MCIPS, PMP, PRINCE2, Mr. Inthaqab Wahid Ruso, MCIPS, PMP, Engr. A B M Mofakhkharul Islam, PMP & Engr. Jamal Ahmed Khandaker, PMP. বাংলাদেশে

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষথেকে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।

## Construction Management (5 Days) Evening Training

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০ জুন- ২৪ জুন, ২০২৩ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল হলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে "Construction Management" এর উপর সন্ধ্যা কালীন ০৫ দিনব্যাপী

প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী হাবিব আহমেদ হালিম (মুরাদ) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Engr. Sk. Toufiqur Rahman, Executive Engineer, PWD, Engr. Md. Kamruzzaman, Sub-Divisional Engineer, PWD, Engr. Mohammad Adnan Rahman, Executive Engineer, PWD, Engr. Jahid Hasnain, Sub-Divisional Engineer, PWD, Engr. Md.

Shajadur Rahman, Addl. Chief Engineer, BIWTA, Engr. Md. Masbahul Islam, Executive Engineer, BWDB, Engr. Mirza Shibli Mahmood, Sub-Divisional Engineer, PWD, Engr. Farhana Rob, Executive Engineer, PWD, Engr. A.N.M. Mazharul Islam, Executive Engineer, PWD. বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ থেকে মোট ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।

# চট্টগ্রাম কেন্দ্র

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে (একুশে ফেব্রুয়ারি-২০২৩) যথাযোগ্য মর্যাদা আর ভাবগাম্ভির্য্যের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস উদযাপন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা (অর্ধনমিত) এবং কালো পতাকা উত্তোলনের পর প্রভাতফেরী করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এবং নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদসহ বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করেন। পরে কেন্দ্রের মিলনায়তনে প্রকৌশলী সদস্যদের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভায় কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে কেন্দ্রের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ.,

ও প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, বিশিষ্ট প্রকৌশলী খুরশেদ উদ্দিন আহমেদ বাদল, চুয়েটের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জি এম সাদিকুল ইসলাম, অধ্যাপক প্রকৌশলী বিপুল চন্দ্র মন্ডল, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী অসীম সেন, প্রকৌশলী গিয়াস ইবনে আলম, নবনির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী অভিজিৎ কুমার দেব, প্রকৌশলী সুমন বসাক, প্রকৌশলী শেখ রাব্বি তৌহিদুল ইসলাম, পিইঞ্জ. এবং প্রকৌশলী রূপক বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী প্রদীপ বড়ুয়া। সিনিয়র প্রকৌশলী নিখিল রঞ্জন দাশ ও প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরীসহ অনেকেই একুশের স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করেন। এছাড়া দেশাত্ববোধক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক উপকমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী অসিত বরণ দে এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার এবং প্রতিযোগিতায় সকল অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরদের মাঝে উৎসাহ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

## ৭ মার্চ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে সোমবার যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন করা হয়। সকালে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কেন্দ্রের চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী প্রধান অতিথি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী (উৎপাদন) প্রকৌশলী জসিম উদ্দিন ভূইয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী তৌকির আহমেদ চৌধুরী, নবনির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী সুমন বসাক, প্রকৌশলী আবুল ফজল মোহাম্মদ সাকিব আমান ও সিনিয়র প্রকৌশলী রেজাউল করিমসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন বাঙালি জাতির ও বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ একটি আলোকবর্তিকা। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো, ইতিহাসের সেরা ভাষণ হিসেবে সংরক্ষিত করেছে। চেয়ারম্যান বলেন, অধিকার বঞ্চিত ও শোষিত জাতির কাছে মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিল এই ভাষণ। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের অব্যাহত অবদান রেখে জাতির পিতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা সমুন্নত করার আহ্বান করা হয়।

## বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৭ মার্চ, ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোকসজ্জা, কেক কাটা, প্রকৌশলী সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর উপর কবিতা আবৃত্তি এবং আলোচনা সভা। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস. এম. শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন বলে আজ বাংলাদেশ উন্নতির মহা সোপানে রয়েছে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে, উপ মহাদেশের পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় যেখানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে সেখানে বাংলাদেশ আজ উন্নত বিশ্বে পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রধান অতিথি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র ইতিহাসের অংশই হননি, বরং তিনি নিজেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এই মহানায়ক আমাদের মাঝখানে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া দিকনির্দেশনা বাঙালি জাতির জন্য অনাগত ভবিষ্যৎ তৈরিতে সর্বদা পথ দেখিয়ে যাবে।

সভাপতির ভাষণে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতির পিতার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নের যে সফল মহাপরিকল্পনা শুরু করেছেন, প্রকৌশলী হিসেবে আমাদের দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তাঁর কাছে আমাদের যে ঋণ তা শোধ করতে হলে তাঁর লালিত স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য প্রকৌশলী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি ও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান ও প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, ইআরসির নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো: আবুল হাশেম, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী প্রদীপ বড়ুয়া, প্রকৌশলী অসীম সেন, সিনিয়র প্রকৌশলী নিখিল রঞ্জন দাশ ও প্রকৌশলী খুরশেদ উদ্দিন বাদল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, নবনির্বাচিত সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান ও প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ এস এম নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, পিইঞ্জ.। সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী অসিত বরণ দে এর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট টিভি ও বেতার শিল্পী আলাউদ্দিন তাহের ও প্রিয়া ভৌমিক। অনুষ্ঠান শেষে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

## মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২৩ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এর পরে নিজস্ব কনফারেন্স হলে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় অন্যানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী

পরিষদ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, নব-নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (দক্ষিণাঞ্চল) এর প্রধান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, ইআরসির নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম, সিনিয়র প্রকৌশলী খুরশেদ উদ্দিন বাদল ও প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইউসুফ, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী প্রদীপ বড়ুয়া, প্রকৌশলী সৈকত কান্তি দে ও প্রকৌশলী গিয়াস ইবনে আলম, নবনির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী অনুপম দে ও প্রকৌশলী আশিকুল ইসলামসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে জাতির আগামী প্রজন্মকে ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তাঁরা বলেন, স্বাধীনতার সুফল অর্জনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণে প্রকৌশলীদের বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজস্ব কারিশমায় সমগ্র বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং বলিষ্ট নেতৃত্বে তিনি তা অর্জন করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার এই মুলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নতুন প্রজন্মকে তৈরী করে নিতে হবে। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা হলো দেশের উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি, তাই এক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আইইবি ভবনকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

## আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে এতিম ও দুঃস্থদের জন্য ইফতার আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের ইফতার সামগ্রী প্রদান ও ইফতারের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে ০৯ এপ্রিল নগরীর জেল রোডে অবস্থিত অপরাজেয় বাংলা পরিচালিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে এবং পরদিন ১০ এপ্রিল ২০২৩ নগরীর দামপাড়ার আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া এতিম খানায় এতিম ও অসহায় দুঃস্থ শিশুদের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসময় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম, কেন্দ্রের উপ-নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহীন আলম সরকার এবং এতিমখানার মোতোয়াল্লি ও পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইফতার সামগ্রী বিতরণকালে কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক বলেন, এতিমদের মধ্যে থেকে যারা একাডেমিক শিক্ষা অর্জন করেছে তাদেরকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়াও তিনি এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ও ঈদের নতুন বস্ত্র প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি এতিম অসহায় ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য সকল বিত্তশালীদের প্রতি আহ্বান জানান।

## ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' পালিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে-২০২৩' উদযাপন উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে আজ ০৭ মে, ২০২৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকালে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন, শপথ গ্রহণ, বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং দুপুরে সংবাদ সম্মেলন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন জাতীয় পতাকা এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস.এম. শহিদুল আলম আইইবি পতাকা উত্তোলন করেন। এই সময় কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী দেওয়ান সামিনা বানু, নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, নব নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী ও নব নির্বাচিত সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী ও প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্তসহ দুইশোরও বেশী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলন শেষে ব্যান্ড

পার্টি, সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি ও বিভিন্ন প্লে-কার্ডসহ বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে কাজীর দেউরী মোড়, আলমাস সিনেমা মোড়, ওয়াসা মোড়, লালখান বাজার মোড় হয়ে কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে ফিরে আসে।

দুপুরে সংবাদ সম্মেলন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস. এম. শহিদুল আলম কেন্দ্রের সার্বিক কর্মকান্ড সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের জানান, দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঘোষিত উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকৌশলী সমাজ অগ্রণী সেনানী হিসেবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি জানান, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র শীতার্তদের বস্ত্র প্রদান, দুঃস্থদের খাদ্য সরবরাহ, বেকার যুবকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা, প্রকৌশলী ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মতো বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তিনি আরো জানান, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে দেশের মেধাবী অথচ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ডিপ্লোমাধারী এবং প্রকৌশল বিষয়ক কাজের সাথে জড়িত কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মোচনের সুবিধার্থে এএমআইই কোর্স পরিচালনা করছে।

বছর ১৬জন শিক্ষার্থী এএমআইই ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং আগামী ১৩ মে, ২০২৩খ্রি. ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৬০তম কনভেনশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাদের সনদ প্রদান করবেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান বলেন, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বিভিন্ন পেশাজীবী সংস্থার সাথে সু সম্পর্ক বজায় রেখে পেশাজীবীদের পেশাগত উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি প্রকৌশলী সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে- (১) প্রকৌশল সংস্থাসমূহের শীর্ষ পদগুলোতে প্রকৌশলী পদায়ন করতে হবে। (২) প্রকৌশল ভিত্তিক ক্যাডার (ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডার) ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। (৩) বেসরকারি প্রকৌশলীদের জন্য চাকুরী বিধি প্রণয়ন করতে হবে। (৪) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ক্যাডারভূক্ত করতে হবে। (৫) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকৌশল বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে।

তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের প্রাক্তন নির্বাহীবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যগণ, নব নির্বাচিত নির্বাহী ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রকৌশল বিষয়ক দপ্তরের প্রধানগণসহ সিনিয়র প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে রাতে প্রাক্তন নির্বাহীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এতে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদকরা তাঁদের অনুভূতি ও পরামর্শ তুলে ধরেন। তাঁদের কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উত্তরীয় পরিধান এবং উপহার প্রদান করা হয়। সবশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় এবং রাতে আইইবি ভবনকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

## টেকসই উন্নয়নের জন্য বিকল্প জ্বালানী হিসেবে সৌর বিদ্যুতের গুরুত্ব বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে Solar as an alternative energy for sustainable development) শীর্ষক সেমিনার ১৯ জুন, ২০২৩ সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক এবং নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মাহমুদ আবদুল মতিন ভূইয়া। সেমিনারে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া স্বাগত ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। চুয়েটের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামাল উদ্দিন আহমেদ মূল প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মাহমুদ আবদুল মতিন ভূইয়া বিভিন্ন পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেন, উচ্চহারে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে আগামী ৩৫ বছরের মধ্যে বিশ্বে ভূগর্ভস্থ জ্বালানীর মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্জ্য থেকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। এছাড়া ইউরেনিয়ামের পর্যাপ্ত মজুদ না থাকায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সংকুচিত হয়ে আসছে। তাই জ্বালানী হিসেবে সৌর জ্বালানীর বিকল্প নাই। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী জ্বালানী সংকট তীব্র হচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী ভারতসহ অন্যান্য দেশ সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছে। মূল প্রবন্ধকার বলেন, আফ্রিকার অনেক দেশের মতো আন্তঃ মহাদেশীয় সৌর বিদ্যুৎ গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ঘাটতি পরিহার করা সম্ভব। এছাড়া আমাদের দেশেও এখনি সৌর প্যানেল স্থাপন করার উপযুক্ত সময়।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন বলেন, বিশ্বের বর্তমান জ্বালানী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত প্রবন্ধ খুবই গুরুত্ব বহন করে। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু বিদেশ থেকে জ্বালানী ও কয়লা কিনে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সচল রাখতে হয় বিধায় সরকারকে এই খাতে প্রচুর ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। তাই দেশে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এই পদ্ধতিকে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, উন্নতমানের নবায়নযোগ্য সৌর প্যানেল উৎপাদন এবং এর ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমাদের দেশের ভূগর্ভস্থ জ্বালানী ঘাটতি কাটিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি সৌর প্যানেলের গুণগতমান নিশ্চিত করা ও সহজ লভ্যতার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। সেমিনারে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী মো. খুরশেদ উদ্দিন আহমেদ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রকৌশলী ইউসুফ শাহ সাজু ও প্রকৌশলী এ এফ এম সাকিব আমান তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে পুষ্পস্তবক এবং মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলীগণসহ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

## খুলনা কেন্দ্র

### ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' পালিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আইইবি'র ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) -২০২৩ পালন করা হয়েছে। ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ মে ২০২৩ ইং তারিখ সকাল ৮.৩০ মি. আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সোনাডাঙ্গা ক্যাম্পাসে প্রকৌশলীদের সমাবেশ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আইইবি'র পতাকা উত্তোলন এবং শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে এর শপথ বাক্য পাঠ করান অত্র কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া এবং অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ।

এ সময় আইইবি খুলনা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) প্রকৌশলী মো. শামসুল আলম, নির্বাহী পরিচালক (পি এন্ড ডি) প্রকৌশলী মো. আখেরুল ইসলাম সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সফল ও স্বার্থক করে তোলেন। শপথ অনুষ্ঠান শেষে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আইইবি চত্বরে এসে শেষ হয়। উক্ত

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয় উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে ধন্যবাদ ও সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## যশোর কেন্দ্র

### ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ যথাযোগ্য সম্মান, বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় যশোর কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। সকাল ৬.৩০ মিনিটে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতিক জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৭.৪৫ মিনিটে যশোর শহরে মনিহারের অদুরে কেন্দ্রীয় বিজয়স্তম্ভে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, আইইবি, যশোর কেন্দ্র। শহীদদের স্মরণে এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. বেঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী মো. আহমদ শরীফ সজিব, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী সাঈদ হোসেন, প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. কামাল হোসেন, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, লাবিবা খন্দকার, লামিসা খন্দকার প্রমুখ।

২৮.৩.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ৪টি স্থানীয় পত্রিকা যেমনঃ দৈনিক সমাজের কথা, দৈনিক গ্রামের কাগজ, দৈনিক কল্যাণ ও দৈনিক প্রজন্ম একাত্তর পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

### এতিম শিশুদের মাঝে ইফতার বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সোমবার বিকেল ৪:০০ ঘটিকায় ১০২, শাহ্ আব্দুল করিম রোড, খড়কী যশোরের সন্দীপনের শিশু ও কিশোরী নিকেতন (এতিমখানা) শিশুদের মাঝে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার বিতরণ করা হয়। এ মহতি অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রকৌশলী মো. সাঈদ হোসেন। এতে সভাপতিত্ব করেন যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. বেঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী আহমদ শরীফ সজীব, প্রকৌশলী এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, প্রকৌশলী ইখতিয়ার উদ্দিন, প্রকৌশলী পরেশ চন্দ্র মন্ডল, প্রকৌশলী মো. কামাল হোসেন, প্রকৌশলী মো. জহিরুল হক মজুমদার, প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রকৌশলী মো.হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী এজেডএম আব্দুল্লাহ, প্রকৌশলী মো. শাহিনুর রহমান, প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলমসহ সন্দীপনের কর্মকর্তাবৃন্দ। অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যশোর প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক ও দৈনিক যায়যায় দিন'র স্টাফ রিপোর্টার মো. মিলন রহমান, যশোরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ একুশে পদক প্রাপ্ত অধ্যাপক শরীফ হোসেন ১৯৯৪ সালে সন্দীপন শিশু ও কিশোরী নিকেতন (এতিমখানা) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সরকারি নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তি দানে পরিচালিত হয়।

ইফতার বিতরণের সংবাদটি ১১ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১টি জাতীয় দৈনিক ও ৩টি স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। যেমন দৈনিক যায়যায়দিন, দৈনিক সমাজের কথা, দৈনিক কল্যাণ, দৈনিক গ্রামের কাগজ।

### ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' পালিত

আইইবি'র ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। উন্নত জগৎ গঠন করুন এ জাতীয় স্লোগানকে সামনে রেখে যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এফ/৪৬১৫ এর নেতৃত্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। সকাল ৯.০০ঘটিকায় গেঞ্জি ও টুপি পরিহিত অবস্থায় যশোর কেন্দ্র চত্বরে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলিত হয়।

সকাল ৯.১০ মিনিটে গ্যাস বেলুন এর সাথে ফেস্টুন উড়িয়ে আইইবি'র ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। সকাল ৯.১৫ মিনিটে প্রকৌশলীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে শপথ গ্রহণ করা হয়। সকাল ৯.২০ মিনিটে ব্যান্ডের তালেতালে প্রকৌশলীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে উৎসব র‍্যালী যশোর কেন্দ্র হতে বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার আইইবি যশোর কেন্দ্রে ফিরে আসে। সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সম্মেলন কক্ষে ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে স্মৃতিচারণ শীর্ষক আলোচনা, বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ অনুষ্ঠান গুলোতে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে দৈনিক লোকসমাজ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল কবির নান্ট, দৈনিক স্পন্দন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ও যশোরের আফিল গ্রুপের পরিচালক মোঃ মাহাবুব আলম লাভলু এবং দৈনিক যায়যায়দিন'র স্টাফ রিপোর্টার ও প্রেসক্লাব যশোরের যুগ্ম সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান মিলন। যশোর আইইবি'র আওতাধীন বিভিন্ন প্রকৌশল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ এবং প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হতে যারা উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, প্রকৌশলী মো. নূরুল ইসলাম, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. নাজমুল হুদা, প্রকৌশলী মিসেস তানজিলা ফেরদৌসী, প্রকৌশলী তানজিরা আক্তার, প্রকৌশলী মো. রওশন আলী, প্রকৌশলী মো. ওয়ালিয়ার রহমান, প্রকৌশলী মো. আমানুল্লাহ, প্রকৌশলী দীন মোহাম্মদ মাহিম, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী এস.এম. নূর-এ-আলম, প্রকৌশলী মো.সানাউল হক, প্রকৌশলী আবু হাসান আল আকসারী, প্রকৌশলী প্রত্যাশা চাকমা, প্রকৌশলী শাহ আবদেল মহাইমেন, প্রকৌশলী ফারজানা ইসলাম রোজি, প্রকৌশলী কামরুজ্জামান প্রমুখ।

সম্মেলন কক্ষে স্মৃতিচারণ শীর্ষক আলোচনা, বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, মো. হাবিবুর রহমান মিলন, প্রকৌশলী ইখতিয়ার উদ্দিন, প্রকৌশলী কামাল হোসেন, মো. মাহাবুব আলম লাভলু, মো. আনোয়ারুল কবির নান্টু, বরণকৃত অতিথি প্রকৌশলী পরেশ চন্দ্র মন্ডল ও বিদায় অতিথি প্রকৌশলী মো. এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী। আসনগ্রহণ করার পর কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল। সভাপতি ও অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে ও শুভেচ্ছা উপহার দিয়ে বরণ ও বিদায় করে নেন যশোর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যথাক্রমে প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী মো. ওয়ালিয়ার রহমান, প্রকৌশলী প্রত্যাশা চাকমা, প্রকৌশলী তানজিলা ফেরদৌসী, প্রকৌশলী তানজিরা আক্তার ও প্রকৌশলী মো. আবু হাসান আকসারী।

মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি, অতিথিবৃন্দ, প্রকৌশলী মো. ইখতিয়ার উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. কামাল হোসেন বরণকৃত অতিথি এবং বিদায় অতিথি সকলেই একযোগে বলেন উন্নত বাংলাদেশ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকৌশলীদের একমাত্র অবদান রয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আগামীতেও যেকোন উন্নয়ন কাজে সমপৃক্ত থাকবেন বলে আশা করছি। ১৯৪৮ সালের ৭ মে রমনার সবুজ চত্বরে গুটিকয়েক প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে আইইবি প্রতিষ্ঠিত হয়। আইইবি পেশাজীবিদের প্রাচীন তম মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা এএমআইই কোর্স সমাপ্তির পর ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। তাই আইইবি একটি ইনস্টিটিউশন। সবারশেষে সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন

বাঙালির মুক্তির মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম শুভ জন্মদিনে ১৭ মার্চ আইইবি যশোর কেন্দ্র চত্বরে সকাল ৬.৩০ মিনিটে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৮.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. বেঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী শাহাজাহান মিয়া, প্রকৌশলী খন্দকার সোহেল, প্রকৌশলী সাঈদ হোসেন, ড. প্রকৌশলী একেএম মোজাহিদুল হক প্রমুখ। ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ দৈনিক সমাজের কথা পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

## কক্সবাজার উপ-কেন্দ্র

### আইইবি, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বীর বাঙ্গালীর স্বাধীনতার বীজ এই ২১ নিহিত। এই উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মধ্য রাতে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন।

উক্ত পুষ্পস্তবক অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও রাজনীতিবিদ প্রকৌ: বদিউল আলম, উপ-কেন্দ্রের সম্পাদক ও গনপূর্ত বিভাগের নিবার্হী প্রকৌ: মোহাম্মদ শাহজাহান, বিদ্যুত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ: আব্দুল কাদের গনি, সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ:

মো. শাহে আরেফিন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. মোস্তাফিজুর রহমান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌ. ড. তানজিল সাইফ আহমদ, কক্সবাজার টেকনিকেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রকৌ. তপন কুমার ঘোষ সহ আরো অনেক প্রকৌশলীবৃন্দ।

### মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের সকালে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন। উক্ত পুষ্পস্তবক প্রদানে নেতৃত্ব দেন উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও রাজনীতিবিদ প্রকৌ. বদিউল আলম, উপ-কেন্দ্রের সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. মোহাম্মদ শাহজাহান। পুষ্পস্তবক প্রদানে উপস্থিত ছিলেন লে. কর্ণেল মো. খিজির খান, নির্বাহী প্রকৌ. ড. তানজীল সাইফ আহমদ, নির্বাহী প্রকৌ. মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌ. আব্দুল কাদের গনি, নির্বাহী প্রকৌ. মুদুময় চাকমা, প্রকৌ. রিশাদ উন নবী, প্রকৌ. নাছির উদ্দিন, প্রকৌ. মিথুন ওয়াদেদার, প্রকৌ. ইশতিয়াক নয়ন প্রমুখ প্রকৌশলীবৃন্দ।

## জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন

বাঙালির মুক্তির মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম শুভ জন্মদিনে ১৭ মার্চ আইইবি যশোর কেন্দ্র চত্বরে সকাল ৬.৩০ মিনিটে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৮.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. বেঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী শাহাজাহান মিয়া, প্রকৌশলী খন্দকার সোহেল, প্রকৌশলী সাঈদ হোসেন, ড. প্রকৌশলী একেএম মোজাহিদুল হক প্রমুখ। ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ দৈনিক সমাজের কথা পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

# কক্সবাজার উপ-কেন্দ্র

## আইইবি, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বীর বাঙ্গালীর স্বাধীনতার বীজ এই ২১ নিহিত। এই উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মধ্য রাতে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন।

উক্ত পুষ্পস্তবক অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও রাজনীতিবিদ প্রকৌ: বদিউল আলম, উপ-কেন্দ্রের সম্পাদক ও গনপূর্ত বিভাগের নিবার্হী প্রকৌ: মোহাম্মদ শাহজাহান, বিদ্যুত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ: আব্দুল কাদের গনি, সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ:

মো. শাহে আরেফিন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. মোস্তাফিজুর রহমান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌ. ড. তানজিল সাইফ আহমদ, কক্সবাজার টেকনিকেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রকৌ. তপন কুমার ঘোষ সহ আরো অনেক প্রকৌশলীবৃন্দ।

## মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের সকালে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন। উক্ত পুষ্পস্তবক প্রদানে নেতৃত্ব দেন উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও রাজনীতিবিদ প্রকৌ. বদিউল আলম, উপ-কেন্দ্রের সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. মোহাম্মদ শাহজাহান। পুষ্পস্তবক প্রদানে উপস্থিত ছিলেন লে. কর্ণেল মো. খিজির খান, নির্বাহী প্রকৌ. ড. তানজীল সাইফ আহমদ, নির্বাহী প্রকৌ. মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌ. আব্দুল কাদের গনি, নির্বাহী প্রকৌ. মুদুময় চাকমা, প্রকৌ. রিশাদ উন নবী, প্রকৌ. নাছির উদ্দিন, প্রকৌ. মিথুন ওয়াদেদার, প্রকৌ. ইশতিয়াক নয়ন প্রমুখ প্রকৌশলীবৃন্দ।

## ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ কক্সবাজার উপকেন্দ্র কর্তৃক ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ৮ মে কক্সবাজার এল জি ই ডি মিলনায়তনে উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. বদিউল আলম এর সভাপতিত্বে স্বাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে কক্সবাজারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কউকের মাননীয় চেয়ারম্যান কমোডর (অবঃ) প্রকৌ. নুরুল আবছার এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কউকের সদস্য প্রকৌশল লেঃ কর্ণেল প্রকৌ. মো খিজির খান পিইঞ্জ।

প্রধান অতিথি তার নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, মানব সভ্যতা বিনির্মাণ ও বাংলাদেশের সার্বিক অবকাঠামো সমূহ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান কারিগর প্রকৌশলীরাই। সুতরাং সকল ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রধান ভূমিকা প্রকৌশলীরাই পালন করবেন, অন্য কেউ নয়। তিনি আরো বলেন, অত্যাসন্ন ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও উন্নয়নের নেতৃত্ব প্রকৌশলীরাই দেবেন। বিশেষ অতিথি লে. কর্ণেল প্রকৌ. মো. খিজির খান পিইঞ্জ বলেন, দেশ ও জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে প্রকৌশলীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং যেকোন অযৌক্তিক ও অনাহুত আমলাতান্ত্রিক হীনমন্যতা পরিত্যাগ করে সবাইকে একত্রে কাজ করার আহবান জানান।

উক্ত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, জনস্বাস্থের নির্বাহী প্রকৌ. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এল জি ই ডির নির্বাহী প্রকৌ. মো. মামুন খান, টি এস সির অধ্যক্ষ প্রকৌ. তপন ঘোষ, বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. আবদুল কাদের গনি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌ. ড. তানজির সাইফ আহমেদ, প্রকৌ. শহিদুল আলম ও প্রকৌ. আবদুল মাজেদ প্রমূখ। সভা পরিচালনা করেন উপকেন্দ্রের সম্পাদক এবং গনপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌ. মো. শাহজাহান। পরিশেষে উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত সকল সম্মানিত প্রকৌশলীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. বদিউল আলম সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## প্রকৌশল জ্ঞানের ভান্ডার আইইবি লাইব্রেরি

লাইব্রেরি হচ্ছে সভ্যতার ধারক ও বাহক, প্রচীন যুগ থেকেই জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে লাইব্রেরি একটি গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করে আসছে। লাইব্রেরি বলতে বোঝায়- Library is a place where recorded information of human civilization in any form is collected, preserved, processed and disseminated to the library user or readers.

আইইবি মূল ভবনের নিচতলার পূর্বপাশে তাকালেই চোখে পড়বে প্রকৌশল বিদ্যার বইয়ে সমৃদ্ধ বিশাল পাঠাগার। প্রকৌশল শিক্ষাকে মানুষের কাচাকছি নিয়ে আসতে, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের প্রত্যয়ে পরিচালিত হচ্ছে এ পাঠাগার। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে এটি পাঠক, শিক্ষার্থী, গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন এটি বন্ধ থাকে। দক্ষ স্টাফ দ্বারা লাইব্রেরি পরিচালিত হয়ে আসছে। নতুন নতুন বইয়ের মাধ্যমে এ লাইব্রেরি ক্রমশঃ একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে পরিণত হচ্ছে।

লাইব্রেরিতে সম্মানিত আইইবি সদস্য ও অন্যান্য পাঠকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই সমূহ যথা- Construction Law, Bangladesh National Buildings Code, Engineering Management, RIDIC, Project Management, Quality Control প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকসহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বই, Seminar paper সমূহ সহ দেশে বিদেশে প্রকাশিত জানার্ল ওউই লাইব্রেরিতে রয়েছে। দেশ বিদেশের প্রযুক্তি ও প্রকৌশল জ্ঞান বিষয়ক, ৭ হাজার ৯ শত ৩৬ টি মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ এ লাইব্রেরির সংগ্রহে রয়েছে।

আইইবি কর্তৃক পরিচালিত AMIE কোর্সে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন লাইব্রেরিতে অধ্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা Graduation ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে কাজ করছে। সমৃদ্ধ এ লাইব্রেরি আইইবি'র ভাবমূর্তি নিরন্তর উজ্জ্বল করছে।

*একাডেমিক ও নিউজ ডেস্ক*